মানুষের কাহিনী

আবু সলিম মুহাম্মাদ আবদুল হাই

অনুবাদ ঃ আবদুল্লাহিল কাফী

www.amarboi.org

মানুষের কাহিনী

আবু সলিম মুহাম্মাদ আবদুল হাই

অনুবাদ ঃ আবদুল্লাহিল কা'ফী

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ৭২

২য় প্রকাশ
রবিউস সানি ১৪২১
শ্রাবণ ১৪০৭
জুলাই ২০০০

বিনিময় ঃ ৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MANUSHER KAHINEE (History of Mankind) by Abu Salim Mohammad Abdul Hai. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 40.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

بِسمِ اللّهِ الرّحمنِ الرّحِيمِ

এক

মন্নুর আব্বা তার সংগে অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ করছিলেন ; তার আব্বা তাকে একথা বুঝাচ্ছিলেন যে, দুনিয়ায় যা কিছু দেখছ, কোনটাই

www.amarboi.org

এমনি এমনি হয়ে উঠেনি। চন্দ্র, সূর্য, তারা, পৃথিবী, পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে এসবই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমরা সকল মানুষই সৃষ্ট হয়েছি আর এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তাকেই আল্লাহ বলা হয়।

মন্নু এমনিতেই খুব সকাল সকাল জেগে উঠে এবং বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিছু চিন্তা করে। আজ ঘুম ভাঙ্গার পর শুয়ে থাকতে থাকতে গত রাতে

www.amarboi.org

তার আব্বার বলা কথাগুলো স্মরণ আসছিলো—পৃথিবী আল্লাহ বানিয়েছেন, চন্দ্র বানিয়েছেন, সূর্য বানিয়েছেন, তারা বানিয়েছেন, আমাদের যে বকরীটা উহাও—হামিদ কত খারাপ, তাকেও আল্লাহ বানিয়েছেন। আমাকে, আপাকে, আম্মাকে, আপিয়াকে—সবাইকে আল্লাহ তায়ালা বানিয়েছেন—আমাদের ছোট ভাইয়াকেও আল্লাহ বানিয়েছেন, কি সুন্দর করে ভাইয়া হাসে—কত খুশী ! অথচ গত শীতে সে তো ছিলই না ! এমনিভাবেই প্রথমে সব জিনিসই ছিল না হয়তো, তারপর আল্লাহ তায়ালা .....।

"মন্নু উঠো ! তুমি বড় দেরীতে উঠো," মন্নুর বাবা মন্নুকে ডাকলো— এবং বেচারা মন্নুর সকল চিন্তা মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল।

তোমরা হয়তো মনে করছ মন্নু যদি আরো শুয়ে থাকতে পারতো, না জানি কত কি চিন্তা করতো। আসলে সে খুব ভাল ভাল কথা চিন্তা করছিল। এমন এক সময় ছিল যখন মন্নু আর কী, কোন মানুষের নাম নিশানাও এ পৃথিবীতে ছিল না।

তোমাদের জানতে খুব ইচ্ছে করছে যে, পৃথিবীতে প্রথম মানুষ কিভাবে আসলো ?—তোমরা কি জানো পুরোনো দিনের কথা আমরা কিভাবে জানতে পারি ? হয় সেই সময়ের কোন বৃদ্ধ লোক নিজ চোখে দেখা কাহিনী শুনাবে, নতুবা এমন লোক যারা ক্রমাগত একে অপরের কাছ থেকে শুনে আমাদেরকে শুনাবে, অথবা এমন কোন কিতাব থাকতে হবে যেখানে ঐ সমস্ত ঘটনার কথা লিখা থাকবে।—দুনিয়ার সর্বপ্রথম মানুষের কাহিনী এত পুরোনো—এবং এতই পুরোনো যে, এখন তা আমাদেরকে শুনাবার মতো কেউ উপস্থিত নেই। এ কাহিনী প্রায় চল্লিশ হাজার বছরের পুরোনো।

সে যুগে মানুষ লেখাপড়া কিছুই জানতো না, সে জন্য এরূপ কোন কিতাবও মওজুদ ছিল না যাতে এ ঘটনার কথা উল্লেখ পাওয়া যেতে পারে।

www.amarboi.org

এখন বল ! যদি মনু মিয়া তার আব্বাকে একথা বলে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কোন্ মানুষকে দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন—তাহলে এর জবাব কে দেবে ? এতদিনের কথা, এত পুরোনো কথা কে বলবে ?

আল্লাহ পাকের বড় মেহেরবানী যে, তিনি এ রকম অনেক কথা যা আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু জানা আমাদের সাধ্যের বাইরে—তাঁর রসূলদের মারফত জানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা তো জানই আল্লাহর চেয়ে বেশী জ্ঞানী এবং সঠিক জ্ঞানী আর কে হতে পারে ?

তিনি আমাদেরকে একথা বলে দেয়ার পর আমাদের মনে হচ্ছে যে, দুনিয়ায় প্রথম মানুষ সৃষ্টির সময় আমরা বসে বসে তা দেখছিলাম। আল্লাহ তায়ালা তাঁর শেষ রসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর ওপর যে কিতাব—

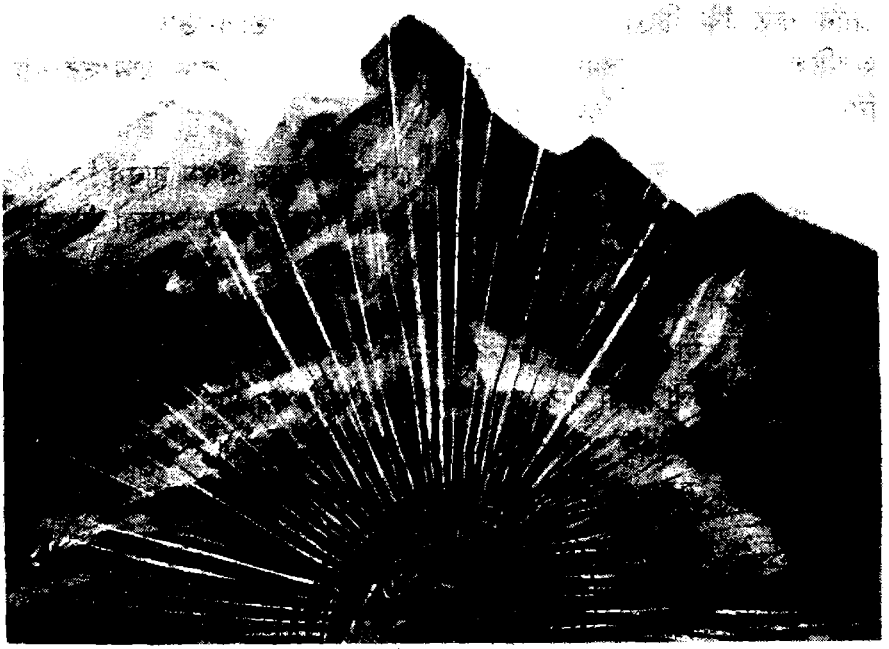

www.amarboi.org

কুরআন শরীফ—নাযিল করেছিলেন তা খোদার ফজলে আমাদের কাছে মওজুদ আছে—তাতে আল্লাহ পাক এ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যখন মানুষ পাঠাবার ইচ্ছে করলেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি একজন মানুষ বানালেন—কুরআনে লেখা আছে, তাকে মাটি দিয়ে বানালেন। মন্নু মিয়া যখন শুনবে যে, প্রথম মানুষ মাটি দিয়ে তৈরী, তাহলে হয়তো সে কোন দিন সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করবে মাটি দিয়ে মানুষকে কিভাবে তৈরী করা হলো ? কখনও সে নিজের হাত দেখবে—কই এতো মাটির তৈরী নয়, এতে তো গোশত আছে, চামড়া আছে, হাড্ডি আছে, রক্ত আছে, আরো অজানা কত কি আছে—মাটি দিয়ে তো খেলনা বানায়, ঘোড়া বানায়। কিন্তু ভাই ! কথা হচ্ছে এই ঃ মানুষকে এত জ্ঞান দেয়া হয়নি। যে সে প্রত্যেকটি জিনিস পুরোপুরি জানতে পারে। মানুষকে তো আল্লাহ বানিয়েছেন—মানুষের নিজের বানানো অনেক জিনিস সম্পর্কেও তো তার সঠিক জ্ঞান নেই। রেডিওকেই দেখা যাক, মানুষ ওটা বানিয়েছে ; কিন্তু সবাই কি একথা বুঝতে পারবে যে, রেডিওতে যা বলা হয়, তা কোথা থেকে বলা হয় ? কিভাবে বলা হয় ? তাহলে মন্নু মিয়ার মাটি থেকে মানুষ কিভাবে তৈরী হয়েছে—এ চিন্তা ঠিক নয়। আমরা আরো দেখতে পাই সাদা ও হলদে রং এর ডিমের কুসুম থেকে মুরগীও হয়, হাঁসও হয়। কোনটা কালো হয়, কোনটা লাল হয়। এখন বল ! আমরা কেমন করে বুঝবো—গাঢ় হলুদ কুসুম থেকে লাল মুরগী কেমন করে হলো ?

মন্নু মিয়া কিন্তু এ প্রশ্ন করবে না, সে তো প্রত্যেক শীতে ডিমের ওপর মুরগী বসায় ; কালো, পীত রংয়ের বাচ্চা বের হতে দেখে ! এমনি করেই —আল্লাহ যদি আজও প্রথম মানুষের মত মাটি থেকে মানুষ বানাতেই থাকতেন তাহলে একথা আমাদের কখনও আশ্চর্য মনে হতো না।

www.amarboi.org

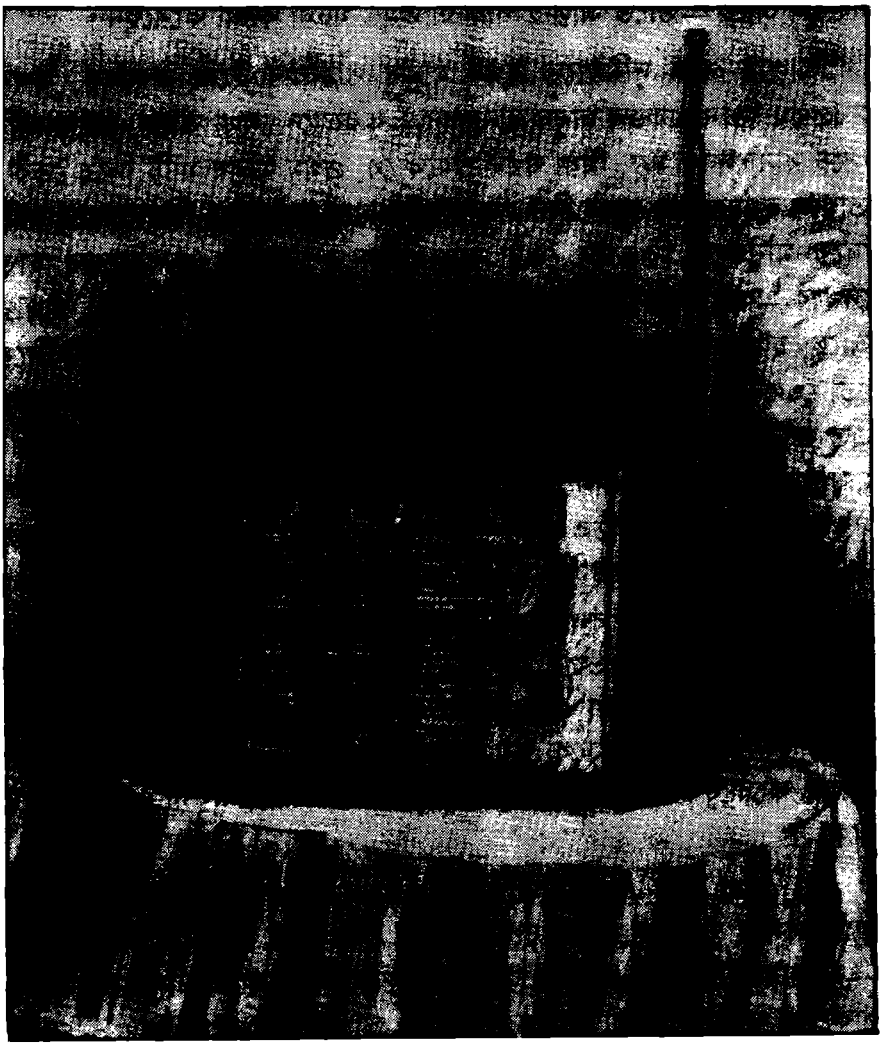

১২ মানুষের কাহিনী

www.amarboi.org

যাই হোক, আল্লাহ তায়ালা নিজেই আমাদেরকে বলেছেন যে, তিনি সর্বপ্রথম মানুষকে মাটি দিয়ে বানিয়েছেন। তারপর তার বিবিকে বানিয়েছেন এবং এ দু'জনেই বেহেশতে হেসে খেলে বসবাস করতে লাগলেন—আর হাঁ! একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি ; সর্বপ্রথম মানুষ বানিয়ে আল্লাহ

তায়ালা সমস্ত ফেরেশতাকে হুকুম দিলেন যে, তারা সবাই তাকে বড় মনে করবে এবং তার সামনে মাথা নত করবে। সব ফেরেশতাই হুকুম পালন করলো। ওখানে একটি জ্বিনও উপস্থি ছিল ; সে কিন্তু হুকুম পালন করলো না, তাকেই ইবলিস বা শয়তান বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা তার নাফরমানীকে খুবই অপসন্দ করলেন।

www.amarboi.org

আচ্ছা ভাই, একটা কথা চিন্তা কর ! মানুষের মধ্যে এমন কোন্ গুণ ছিল যে, আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদের দিয়ে 'সম্মান' করালেন। ফেরেশতারা তো আল্লাহর রাজ্যে সম্মানিত কর্মীবাহিনী। তারা সবসময়ই আল্লাহ্ তায়ালার গুণগান করেন, তাঁরই এবাদত করেন, তাঁর কোন হুকুমই অমান্য করেন না।

তোমরা বলবে, আসল কাহিনী তো পড়েই আছে এবং কথার ওপর কথা শুধু বেড়েই চলছে। কিন্তু ভাই ! সেই কাহিনীটাইবা কোন্ ধরনের কাহিনী, যা শুনে আমরা কিছু জরুরী কথাই শিখলাম না।

আল্লাহ্ তায়ালা রসূল মারফত আমাদেরকে যে কাহিনী শুনিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য শুধু কাহিনী শুনানই নয় বরং কিছু জরুরী কথা শুনানও বটে। এমন কতকগুলো জরুরী কথা যা না জানলে আমরা দুনিয়াতে ভালভাবে বসবাস করতে পারবো না—এমন জরুরী কথা যা আমাদের দৃষ্টির আড়াল হলেই মানুষ আর মানুষ থাকবে না—পশু বরং পশুর চেয়েও খারাপ হয়ে যাবে—এ কারণে, আমার মন চাচ্ছে না যে, জরুরী কথাগুলো না বলেই তোমাদেরকে মানুষের কাহিনী শুনিয়ে দেই।

এখন চিন্তা কর ! মানুষের সামনে ফেরেশতারা কেন মাথা নত করলো ?

আল্লাহ বলেছেন, তিনি মানুষকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছেন। তোমরা জান খলিফা কাকে বলে ? একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝ ঃ ধরা যাক তোমার একটা জমিদারী আছে, তুমি যার দেখাশুনা অন্যকে দিয়ে করাতে চাও এবং লোক নিয়োগ করে ওখানে পাঠাও —যে তোমার মরজী ও ইচ্ছা অনুযায়ী সেখানকার লোকদের ওপরে তোমার হুকুম চালাবে। এবং সবসময় মনে করবে জমিদারী প্রকৃতপক্ষে তোমার ; তার নয়। সে যে কাজই সেখানে

www.amarboi.org

করবে তোমার নির্দেশ ও হুকুম অনুযায়ী করবে। কোনক্রমেই তার নিজের হুকুম চালাবে না—এরূপ ব্যক্তিকেই তোমার প্রতিনিধি বা খলিফা বলা হবে। এখন তোমরা বুঝতে পারলে "মানুষ আল্লাহর খলিফা।" এর অর্থ কি ?

এর পরিষ্কার অর্থ এই ঃ

এক ঃ মানুষ কোন অবস্থাতেই এটা মনে করতে পারবে না যে, সে এ পৃথিবীর অথবা এর কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের মালিক। সবসময় তার এ

www.amarboi.org

খেয়াল করা উচিত যে, পৃথিবীর আসল মালিক আল্লাহ তায়ালা—মানুষ তাঁর খলিফা মাত্র।

দুই ঃ দুনিয়ায় মানুষ যত কাজ করবে সবই আল্লাহর বিধান মোতাবেক করবে। নিজের অথবা অন্যের মত ও ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা তার জন্য উচিত নয়—কারণ, সে তো আল্লাহর খলিফা।

তিন ঃ মানুষকে দুনিয়াতে যেটুকু কাজের অধিকার দেয়া হয়েছে, তাতে তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দেয়া হয়নি তাঁর অধিকারের যে সীমা তার মালিক তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন সে পর্যন্তই সে যাবে, তার বেশী নয়। কারণ সে নিজে স্বাধীন নয় বরং আল্লাহর খলিফা।

চার ঃ এ দুনিয়াতে মানুষ শুধু আল্লাহর ইচ্ছা ও বাসনাকে পূর্ণ করবে; নিজের অথবা অন্যের কোন ইচ্ছা ও বাসনা পূর্ণ করার কোন অধিকার তার নেই—কেননা সে আল্লাহর খলিফা।

দুই

আল্লাহর কুদরতে সর্বপ্রথম যে মানুষ সৃষ্টি হলো, তাঁর নাম আদম আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিবিকেও সৃষ্টি করলেন, তাঁর নাম হাওয়া। দু'জনকেই আনন্দে আহ্লাদে বেহেশতে বসবাস করার অনুমতি দেয়া হলো। বেহেশতের জীবনে আবার সেই শয়তান—যে তাঁর সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করেছিল—তাঁদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একটি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়ে দিল। এবার আদম আলাইহিস সালামেরও ভুল হলো। আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী হয়ে গেল। শয়তান এ দেখে খুব খুশী হলো। বললো ঃ অপরাধ শুধু যে আমারই হলো তা নয়, আল্লাহ তায়ালার সেই পুতলিটারও হলো, আমার দ্বারা যার সম্মান করাতে যাচ্ছিল। কিন্তু

www.amarboi.org

তোমরা জেনে রাখ ! ভুল হওয়াটা খারাপ। ভুলের ওপরে বড়াই করাটা আরও খারাপ। শয়তানের বড় অপরাধ হলো এই ঃ সে আল্লাহর নাফরমানী করলো, আবার সেটার উপর বড়াই করতে লাগলো—নিজের ভুলকে স্বীকারই করলো না। বললো ! আমাকে আল্লাহ্ তায়ালা আগুন দিয়ে তৈরী করেছেন—আমি আদমের চেয়ে উত্তম। আদমকে মাটি দিয়ে বানানো হয়েছে।—কিন্তু আদম আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় পরিচয় এই ছিল ঃ যখনই তারা বুঝতে পারলো আল্লাহর নাফরমানী হয়ে গেছে ; সংগে সংগে তিনি ও তাঁর বিবি আল্লাহর নিকট তাওবা করলেন। দু'জনেই

www.amarboi.org

কাঁদ কাঁদ স্বরে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন ঃ হে আমাদের মালিক, আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি—তোমার হুকুমের বিপরীত কাজ করেছি ; এখন যদি তুমি আমাদেরকে মাফ না কর, আমাদের ওপর রহম না কর, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"

দেখলে ! শয়তান ও আদম আলাইহিস সালামের মেজাজের পার্থক্য কত বড়। নাফরমানী ও ভুল দু'জনেরই হলো, কিন্তু একজন নিজের ভুলকে স্বীকার করলো না আর দ্বিতীয়জন ভুল স্বীকার করলো—ক্ষমা প্রার্থনা করলো, ভবিষ্যতে ভাল কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল ; ব্যাস ! মানুষ ও শয়তানের মধ্যে এই হলো পার্থক্য। ভুল করে স্বীকার না করা হলো শয়তানের কাজ ; আর ভুল হয়ে গেলে লজ্জিত হওয়া, অনুতপ্ত হওয়া হলো মানুষের কাজ।

সমাজে তোমরা অনেক মানুষ দেখতে পাবে, যারা ভুল করে অথচ ভুল স্বীকার করে না ; বরং উল্টো ভুলের ওপরেই জিদ ধরে থাকে—ঐ সমস্ত লোক তারাই যারা শয়তানের ফাঁদে আটকা পড়েছে।

আদম (আ)-এর অপরাধ মাফ করা হলো। এবং আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে দুনিয়াতে বসবাস করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো। তারাই হলেন পৃথিবীতে আল্লাহর প্রথম খলিফা। পৃথিবীর সব জিনিসকেই তাদের বাধ্য করে দেয়া হলো। খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে মানুষের কি কি কাজ হবে আল্লাহ তায়ালা তার সবই আদম (আ)-কে জানিয়ে দিলেন। তাঁকে মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম পয়গম্বর নিযুক্ত করা হলো। তোমরা ভাবছো খলিফা তো বুঝলাম কিন্তু পয়গম্বর কাকে বলে। পয়গম্বর বা রসূল আল্লাহর সে সমস্ত বিশেষ বান্দাকে বলা হয়, যাদেরকে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা নিজের খরবাখবর দুনিয়ায় পাঠান। এবং তারা সেটা আল্লাহর বান্দাদের নিকট পৌঁছান।

www.amarboi.org

আদম (আ) ও বিবি হাওয়া দুনিয়াতে বসবাস শুরু করলেন। তাদের সন্তান হলো। তাদের সন্তানাদী দিয়ে এ দুনিয়ায় মানুষের বসবাস শুরু হলো —দুনিয়ার আবাদী ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। যতদিন আদম (আ) বেঁচে ছিলেন, তিনি তাঁর সন্তানাদীকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে নত হওয়া, অন্য কেহ প্রয়োজন পুরা করতে পারে মনে করা, অন্যের অনুসরণ ও হুকুম পালন করা তাদের জন্য একদম উচিত নয়।

আর ভাই ! কথা তো ঠিক। যার মর্যাদা আল্লাহ এতদূর দিয়েছেন— ফেরেশতাদের দিয়ে যার সম্মান করিয়েছেন, এতবড় পৃথিবীর খলিফা বানিয়েছেন—সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সামনে নত হয়ে যাবে এ কেমন করে হতে পারে ?

www.amarboi.org

আদম (আ) তার সন্তানেরা কিভাবে এ পৃথিবীতে জীবন যাপন করবে তাও বলে দিলেন। তিনি খোলাখুলি বললেন ঃ এ পৃথিবী, এর সমস্ত সম্পদ, সমস্ত জানোয়ার, সমস্ত পাহাড়, জঙ্গল, সাগর সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা

তোমাদের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন—এগুলো ব্যবহার কর, এগুলো ব্যবহার করতে তোমাদের জ্ঞানের সাহায্য লও ; নূতন নূতন জিনিস তালাশ কর ; কিন্তু মনে রেখ ! কখনও এ সমস্ত জিনিসের মালিক নিজে সেজে বস না। কখনও মনে কর না—তোমার যা খুশী তা তুমি করতে পার। সবসময় এ খেয়াল করবে—এ সবের মালিক আল্লাহ! একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে সারা জীবন আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেছ কিনা তার হিসেব দিতে হবে।

www.amarboi.org

আদম (আ) এও বলে দিয়েছেন ঃ ভুল তোমাদের দ্বারা হতে পারে— শয়তান ওঁৎ পেতে বসে আছে, কখন সুযোগ পাওয়া যাবে আর তোমাদের দিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করাবে। যদি কোনদিন কোন ভুল হয়ে যায়— শয়তানের ফাঁদে আটকে যাও, তাহলে আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ হয়ে বসে থেকো না। বরং তওবা করে, খারাপ থেকে বেঁচে থাকার ওয়াদা করো —আল্লাহ তওবা কবুল করবেন।

তিন

মানুষ মাত্রকেই মরতে হবে। আদম (আ)-ও মানুষ ছিলেন। সৃষ্টির নিয়মে তাকে একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হলো। মৃত্যুর আগে তিনি তার সন্তানদের মুসলমান হবার উপদেশ দিলেন। আর মুসলমান তারাই যারা সকল কাজে আল্লাহর হুকুম বা আদেশ মেনে চলে। এবং সকল কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয় রাখে। আদম (আ)-এর এসব সন্তান আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করলেন। এ লোকগুলো বড় ভাল ছিল। পৃথিবীর সম্পদ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কম ছিল। আল্লাহর সৃষ্ট এ পৃথিবীর অফুরন্ত জিনিসের কোন্‌টি কোন্ কাজে লাগে তাও তারা জানতো না। কিন্তু নেকী ও চরিত্রের দিক থেকে এরা বড় উঁচু পর্যায়ের ছিল।

আল্লাহর নবী তাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তা তারা খুব ভালভাবে মনে রাখে। আল্লাহর সংগে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে তারা খুব সচেতন ছিল। সর্বদাই তারা এ খেয়াল রাখতো যেন তাদের দ্বারা এমন কোন কাজ না হয় যা 'খলিফা'র পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন করে।

পৃথিবীতে সে সন্তানদের সন্তানেরা বসবাস শুরু করলো। তারা জঙ্গলে জঙ্গলে বিচরণ শুরু করে দিল। ফসল উৎপাদনের উপায় তারা জেনে উঠলো

www.amarboi.org

না। জঙ্গলের ফল খেতে লাগলো। কিছু কিছু জন্তু জানোয়ার শিকার করে নিত। রাত্রে এক জায়গায় বসে নিজেদের হেফাজত করতো। বিপদের সময়

গাছে উঠে বসতো। গরম ও ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিতো। পৃথিবী ও তার সম্পদ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তখনও সীমিত ছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো তাদের অভিজ্ঞতা তত বেড়ে চললো। আজ এটা শিখলো, তো কাল ওটা। আসল কথা আল্লাহর দেয়া জ্ঞান দিয়ে তাঁর নিয়ামতের অনুসন্ধান তাদের চলতেই থাকলো। আর এমনি করে তাদের নূতন দিনগুলো পুরোনো দিনগুলোর চেয়ে বেশ ভালভাবে কাটতে লাগলো।

www.amarboi.org

অনেকদিন যাবত তারা এমনিভাবে জীবন কাটাতে লাগলো। অল্প অল্প মানুষের এক একটি দল রিজিকের সন্ধানে দূর দূরান্তে বের হলো। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য তাদের পুরোনো সাথীদের সাক্ষাত পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়লো। এক একটি দল, যেখানে রিজিকের ভাল ব্যবস্থা ছিল—যেমন অনেক ফলমূলাদী পেলো, কলা বাগান হাতের কাছে পেয়ে বসলো, শিকারের জন্য জন্তু-জানোয়ারের অভাব দেখলো না—সেখানেই থেকে গেল।

এভাবে অনেক দিন পর, পৃথক পৃথক এবং দূরে দূরে অনেক বসতি গড়ে উঠলো। এখন, এ লোকগুলো একে অপরের থেকে এমন দূর হয়ে গেল যে,

কেউ কারো খরব পর্যন্ত রাখলো না। এ সময় না রেলগাড়ী ছিল, না ডাক, না তার, না রেডিও, না খবরের কাগজ। মোটকথা এমন কোন মাধ্যম ছিল

www.amarboi.org

না, যার দ্বারা এ লোকগুলো একে অপরের খবরাখবর নিতে পারতো। ফল দাঁড়ালো এই ঃ পৃথক পৃথক অধিবাসীদের ভাষা পৃথক পৃথক হয়ে গেল ; রং ও আকৃতিতে এসে গেল পার্থক্য, বসবাসের প্রকৃতি ও পরিবেশ হয়ে গেল পরিবর্তন এবং শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাদের সে শিক্ষাও স্মরণ থাকলো না যা তাদের পিতা আদম (আ) তাদেরকে শিখিয়েছিলেন। আর ভাই ! সত্যি কথা বলতে কি, ওতে খুব বেশী একটা দোষ তাদের দেয়া যায় না। তোমরা জান ! জীবনটা যখন এমনি কঠিন হয় যে,—সবসময় হিংস্র জন্তুর ভয় লেগেই থাকে, কোন কোন সময় খাদ্যের সন্ধ্যানে কয়েকদিন ধরে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে হয়, তখন বাপ-দাদার কাছ থেকে শোনা ভাল কথা ছেলেপেলেদের শুনাবার সুযোগ না পাবারই কথা। আর এ হয়রানী ও পেরেশানীর ফল দাঁড়ালো ঃ ধীরে ধীরে সে কথাগুলো যা আদম (আ) শিখিয়েছিলেন—ভুলের মধ্যে পড়ে গেল।

তোমরা হয়তো উত্তেজিত হয়ে উঠলে ! যে দেখ ! বেচারারা কিভাবে ভাল ভাল কথাগুলো ভুলে বসলো এবং এখন নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপরে অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। কিন্তু ভাই ! তোমাদের ধারণা ঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার ওপরে অত্যন্ত মেহেরবান। তিনি তার নিজ মেহেরবানীতে সে লোকগুলো থেকেই আবার তার কোন এক বিশেষ বান্দাকে বেছে নিয়ে, সে কথাগুলো—যা তিনি আদম (আ)-কে বলেছিলেন, শিখিয়েছিলেন—বলে দিয়ে তাদের মাঝে পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহর সে বান্দা, ভুলে যাওয়া সে শিক্ষা আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। আর যে ভুল কথাগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল তা একদম মিটিয়ে দিলেন। আল্লাহ ছাড়া মিথ্যা খোদার মুঠোয় যারা ফেঁসে গিয়েছিল তাদেরকে সেখান থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

www.amarboi.org

আবার এ লোকগুলো নূতন করে মুসলমান হলো। অনুগত হলো আল্লাহর। আসল মালিককে চিনলো। মিথ্যা খোদার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তোমরা তো জানই সব মানুষ এক নয়, কিছু লোক নিজেদের বাপ দাদার কথার ওপরে এত অটল যে, তাকে হটাতে চাইলে সে হটে না —এরূপ লোক তাদের ভিতরেও পাওয়া যেত ; প্রকৃতপক্ষে এ লোক তারাই যাদের ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহর এসব নাফরমান বান্দার শাস্তির জন্যই দোজখ তৈরী করা হয়েছে।

আল্লাহর মেহেরবানী দেখ ! এখন তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন ঃ আদম (আ)-এর সন্তানেরা যেখানে যেখানে, যে যে দেশে গিয়ে বসলো, সেখানে

www.amarboi.org

সেখানে নিজ পয়গম্বর পাঠালেন। এ পয়গম্বর একই সময় একাধিক এসেছিলেন। পৃথক পৃথক বসতির লোকদের সংস্কার সাধন করতে। এটা তো জানা কথা যে, সে জমানা আজকালকার মত ছিল না যে, পৃথিবীর কোন এক শহরে একটি সাধারণ ঘটনা ঘটলো আর মুহূর্তে সারা দুনিয়ায় তার খবর পৌঁছে গেল। সে সময় এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যেতে কত কত বছর লেগে যেতো। এমনও ভয় ছিল, সম্ভবত এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যেতে রাস্তায় কোন হিংস্র জন্তুর আহারে পরিণত হবে, কোন নদীতে ভেসে যাবে অথবা কোন মরুময় ময়দানে রাস্তা ভুলে থাকবে। আল্লাহ তায়ালার অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষের এই দুর্বলতা চিন্তা করেছেন এবং প্রতি বসতিতে তার রসূল পাঠিয়েছেন। সেই জামানায় লোক লেখাপড়াও জানতো না। শুধু মুখে মুখে শিক্ষা-দীক্ষা চলতো। ফল দাঁড়ালো ঃ মানুষ খুব তাড়াতাড়ি সে কথাগুলো ভুলে যেতো এবং বার বার কেউ আসুক এবং সে শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিক এর প্রয়োজন হয়ে পড়তো। আল্লাহ তায়ালা সে জমানায় ঘন ঘন রসূল প্রেরণ করতেন।

চার

আজ থেকে প্রায় ১৫ হাজার বছর আগের কথা। আদম (আ)-এর সন্তানেরা এ দুনিয়ায় অনুসন্ধান করতে করতে অনেক তথ্যের সন্ধান পেয়ে গেল। তারা এমন অস্ত্র বানাতে সক্ষম হলো যা দিয়ে জানোয়ার শিকার করা যেতে পারে। প্রথম প্রথম তারা এ অস্ত্রগুলো কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরী করতো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তারা তামা গলাতে শিখলো এবং তা দিয়ে অস্ত্র বানাতে লাগলো। আবার এক সময় আসলো, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে লোহা ব্যবহারের জ্ঞান দান করলেন। এখন এরা পুরোপুরি শিকারী হয়ে গেল।—তারা এখন কিছু কিছু জানোয়ার পালন করাও শিখলো। এসব

www.amarboi.org

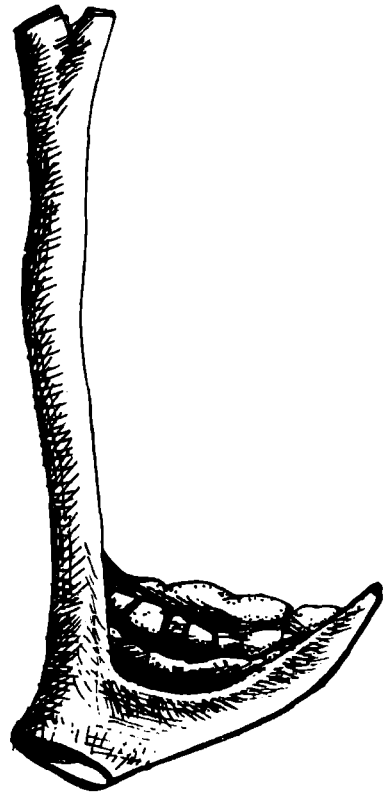

জানোয়ার তাদের বোঝা বহন করতো। তারা নিজেরা এতে চড়তো, এদের গোশত খেতো, দুধ পান করতো। আগুনের ব্যবহার এরা অনেক আগে থেকেই জানতো। পাথর ঘষে আগুন বের করতো। শীতের দিনে আগুন

www.amarboi.org

থেকে আরাম গ্রহণ করতো। কাঁচা গোশত খাওয়ার স্থলে পাক করে খেতো। আগুনে দিয়ে ধাতু গলাতো এবং তার দ্বারা থালা-বাসন, অলঙ্কারাদী ও অস্ত্র-

শস্ত্র তৈরী করতো। জানোয়ারের চামড়ার পোশাক পরিধান করতো। থাকার জন্য বাড়ী-ঘর পর্যন্ত বানাতে লাগলো। মোটকথা, দুনিয়ার কারবারে এক দিকে তাদের বুদ্ধি-জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে লাগলো, অপর দিকে আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে পয়গম্বর ও রসূল আসার ধারা অব্যাহত ছিলো। এ রসূলদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা ছিল না। তবে ! এতটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর নবী ও রসূল সব দেশে সব জাতির কাছে বার বার আসতো।

www.amarboi.org

অনেক জনপদের লোকেরা তাদের কাছে প্রেরিত নবী ও রসূলদের কথা না মেনে আল্লাহর নাফরমানি করতে লাগলো। আল্লাহ তাদের বহু সুযোগ দিলেন। তবুও তারা সোজা না হওয়ায় তাদের সব জাতি নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। কেননা খারাপ মানুষ শুধু নিজে খারাপ হয় না বরং তাদের থেকে খারাবী প্রসারিত হয় ; কোন রাষ্ট্রই এসব পসন্দ করে না যে, চোর চুরি করুক, বদমাশ খোলাখুলিভাবে সাধারণ মানুষের সংগে চলাফেরা করুক —এবং অন্যান্যদের চোর ও বদমাশ বানাক। তোমরা জান যে, এরূপ লোককে জেলখানায় আটক করা হয় এবং যদি এ ব্যক্তি ডাকাত অথবা খুনী হয় তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি বিধান করা হয়।

www.amarboi.org

আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা পসন্দ করেন। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ভাল হওয়ার প্রবণতা থাকে। কিন্তু যখন তারা সীমা অতিক্রম করে ফেলে তখন তাদেরকে আর এ সুযোগ দেয়া হয় না যে, তারা আল্লাহর দুনিয়ায় অশান্তি বিস্তার করবে। এ লোকগুলোকে তখন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়।

যে এলাকার বাসীন্দারা আল্লাহর রসূলদের কথা মানেনি এবং আল্লাহর হুকুমের পরোয়া করেনি—তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এরূপ বহু জাতির ঘটনা আমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে নিজেই বর্ণনা করেছেন।

একবার হলো কি ঃ আল্লাহর একজন মহান রসূল হযরত নূহ (আ) কয়েক শ' বছর ধরে সে জমানার সকল জনপদের সকল বাসীন্দাকে একথা স্মরণ করাবার চেষ্টা করলেন যে, তাদের মালিক ও প্রভু আল্লাহ ; কিন্তু এমন কতকগুলো কুসংস্কার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যার দরুন তারা নিজেদের মনগড়া খোদাকে পূজা করতে লাগলো। এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা নূহ (আ)-কেই উল্টো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো। খারাপ কাজ করতে করতে তাদের মন পাথরের মত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর শিক্ষা ভুলে থাকার কারণে তাদের ভেতরে এতটুকু 'ভাল' অবশিষ্ট ছিল না, যাতে করে এরা আবার পুরোপুরি ভাল মানুষ হতে পারে।

যখন নূহ (আ) তাদেরকে বুঝাতে বুঝাতে ক্লান্ত হয়ে গেলেন ; তখন শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন ঃ হে আল্লাহ ! এ লোকগুলো ভাল কথা শুনার জন্য প্রস্তুত নয়, তাদের সন্তানাদীর ওপর তাদের প্রভাব

www.amarboi.org

পড়বে এবং তারাও তোমার নাফরমান হয়ে পড়বে। এ জন্যে হে আল্লাহ! এদের থেকে এ জমীনকে পাক করে দেয়াই ভাল হবে।

তোমরা শুনে থাকবে, কখনও কখনও ডাক্তাররা শরীরের কোন অংশের চিকিৎসা না করে কেটে দেন—এটা কেন করেন? ডাক্তার যখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, রোগীর পায়ের ঘা এতদূর পৌঁছেছে যে, তার চিকিৎসা আর সাধ্যের ভিতর নেই তখন তার জ্ঞান তাকে বলে দেয়—পা-টা কেটে ফেলে শরীর থেকে আলাদা করে দেয়া হোক নতুবা পায়ের ঘা ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরটাকে পঁচিয়ে দেবে। দুনিয়ার মানুষের অবস্থাও ঠিক এই। কিছু কিছু মানুষ এত খারাপ হয়ে যায় যে, কোনক্রমেই তাদেরকে ভাল করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা এরূপ মানুষকে ধ্বংস করে দেন। এবং দুনিয়াকে ফেতনা-ফাসাদ থেকে পবিত্র করেন।

নূহ (আ)-এর জাতির এ অবস্থা ছিলো। সামান্য কিছুসংখ্যক ভালো লোক ছাড়া কেউ আল্লাহর রসূলের কথা শুনলো না। শেষ পর্যন্ত নূহ (আ)-এর নিজের ছেলের ওপরেও খারাপ মানুষগুলোর প্রভাব পড়ে সেও তাঁর কথা শুনলো না। অবশেষে আল্লাহর 'সিদ্ধান্তে'র সময় এসে পড়লো এবং এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকলো না যে, এ উচ্ছৃংখল লোকগুলোকে আর দুনিয়াতে রাখা যাবে না।

একদিন একটি চুলা থেকে পানি উঠলো। শুধু চুলা থেকে কেন, মাটি থেকেও জায়গায় জায়গায় পানি উঠতে লাগলো। ওদিকে আকাশ থেকেও মুষলধারে পানি বর্ষণ হতে লাগলো। বৃষ্টি আর বৃষ্টি ! এত বৃষ্টি যে সমস্ত নদী-নালা ভরপুর হয়ে গেল। শহরের পর শহর ডুবতে লাগলো। ভাগ্য ভাল ! নূহ (আ) আল্লাহর হুকুমে আগে থেকেই একটা নৌকা তৈরী করে রেখেছিলেন—এটা খুব বড় নৌকা ছিল। সে সময় যত লোক মুসলমান

www.amarboi.org

হয়েছিল সবাই নূহ (আ)-এর নৌকায় উঠে বসেছিলো। সব জীবের এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নেয়া হয়েছিলো। মোটকথা, পানি ! আর পানি! শেষ পর্যন্ত সবকিছু ডুবে গেল। কেউ জীবিত থাকলো না।

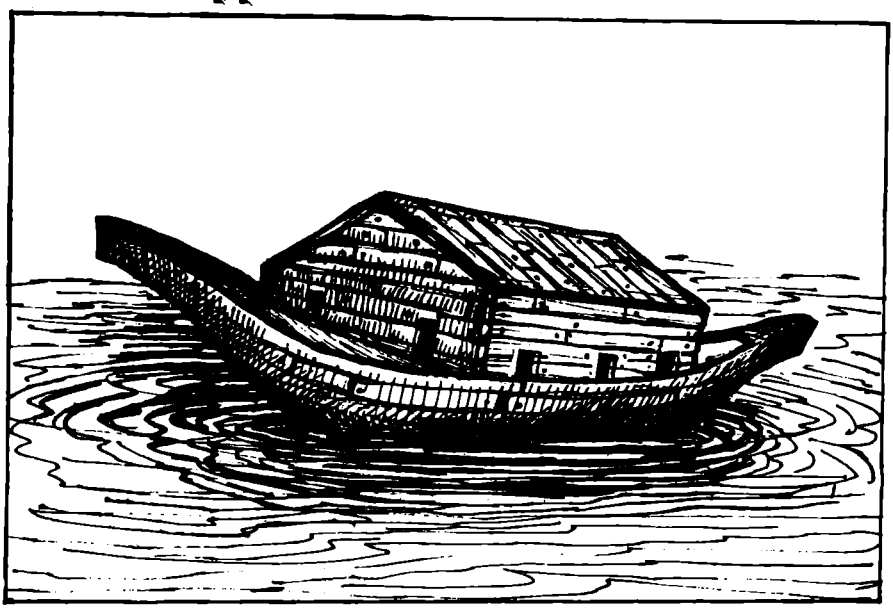

আদম (আ)-এর সন্তানেরা সে সময় পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু যতদূর পর্যন্ত মানুষ বসবাস করতো, ততদূর পর্যন্ত তুফান পৌঁছে, সবাই ডুবে মারা যায়। নূহ (আ)-এর ছেলেও ডুবে মরলো। আসল কথা, কেউ যাতে এ ভরসায় না থাকে যে, তার বাপ-দাদা এই ছিলো, সেই ছিলো। বাপ-দাদার নেকী কারো কোন উপকারে আসবে না। যে নিজে নেকী করবে, তার ফল সে-ই পাবে। আর যে গোনাহ করবে, তারও ফল তাকে ভুগতে হবে।

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তায়ালার সব নাফরমান বান্দারা ডুবে মরলো। পৃথিবী খারাপ লোক থেকে পবিত্র হলো। শুধু নূহ (আ)-এর কিছু সংখ্যক নেক্কার সাথী বেঁচে থাকলো। এখন এদেরকে দিয়েই আবার দুনিয়ার যাত্রা শুরু হবে।

তোমরা দেখলে এ দুনিয়ায় কিভাবে বড় বড় বিপ্লব সাধিত হয়। এরূপ বিপ্লব এখনও আসতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা এ দুনিয়ার মালিক ও হুকুমদাতা, যিনি দুনিয়ায় কল্যাণ ও শান্তি পসন্দ করেন—তিনি এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না যে, মানুষ খলিফা হিসেবে তার যে মর্যাদা, সেখান থেকে অধঃপাতে যাক। যখন তারা সে মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয় এবং ভাল হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার পৃথিবীকে তাদের থেকে মুক্ত করে নেন।

পাঁচ

নূহ (আ)-এর নেক্কার সাথীরা আবার দুনিয়ায় বসবাস শুরু করলেন। তাদের সন্তানাদি আবার দূর দূরান্তের দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করলো। দীর্ঘদিন তাদের এ তুফানের কথা স্মরণ ছিল এবং তারা এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে হুকুমদাতা হিসেবে জানেনি। এ লোকগুলো অত্যন্ত নেক্কার এবং পাকা মুসলমান ছিল।

যুগ যুগ পর আবার এ লোকগুলো ভাল ভাল কথাগুলো ভুলতে বসলো। বিভিন্ন দেশে বসবাস করার কারণে তাদের জীবনযাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হতে লাগলো। মানুষের ওপর দু'টি জিনিসের প্রভাব গভীরভাবে পড়ে। এক, যার থেকে কিছু উপকার পায় আর দ্বিতীয়, যেখানে ক্ষতির কিছু আশংকা থাকে।

তোমরা জেনেছো যে, তুফানের আগেই তারা আগুনের ব্যবহার জানতো। তাদের জীবনে আগুন ছাড়া কাজ করা বড় কঠিন ছিল—বিশেষত

www.amarboi.org

বরফযুক্ত পাহাড় এবং শীত প্রধান দেশে। এ লোকগুলো আগুন দিয়ে খাদ্য পাকাতো, ধাতু গলাতো, মাটির থালা-বাসন পাকা করতে শিখেছিলো। সবচেয়ে বড় কথা যে আগুনের সাহায্যে এরা হিংস্র জন্তু তাড়াতে পারতো। তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারতো। তোমরা ভাবছো এসব কিভাবে করতো ? ভাই ! এটা খুব সহজ কথা, রাত্রে যখন এরা একত্রিত হয়ে এক জায়গায় বসতো, তখন তাদের চতুর্দিকে একটু দূর দূর শুকনো খড়ি জমা করে করে ওতে আগুন লাগিয়ে দিতো। জ্বলন্ত আগুন দেখে কোন হিংস্র জন্তু তাদের দিকে আসতে সাহস পাবে ? এ লোকগুলো খুব আরামে সে চত্বরের মধ্যে হাত পা গরম করতো। আবার এরা আগুনকে নাড়াচাড়াও করাতো,

www.amarboi.org

যখন কোন গর্ত থেকে অথবা কোন জঙ্গল থেকে ভয়াবহ জন্তু বের করতে চাইতো তখন লম্বা লম্বা খড়িতে ঘাসের ঠোস বেঁধে ওতে আগুন লাগিয়ে সবাই এক সংগে জানোয়ারকে তাড়া করতো। বেচারা জানোয়ার আগুনের ভয়ে দে ছুট ! আর অমিন এরা তাদের জায়গায় এমনভাবে প্রবেশ করতো যেন কোন সেনাবাহিনী নিজের জয় করা দুর্গে প্রবেশ করছে।

ভেবে দেখো, যখন মানুষ বন্দুক বানাতে জানতো না, তীর কামানও ছিল না তখন আগুন আল্লাহ তায়ালার কত বড় নিয়ামত ছিল। এ লোকগুলো তুলার নামও জানতো না, বেচারারা লেপ কোথা থেকে বানাবে যে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবে ? এমতাবস্থায় আগুন তো তাদের জীবনের 'আশ্রয়' হয়েই থাকবে।

ভ্রান্তি মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি ছেয়ে ফেলে ; এবং বিশেষ করে সে জিনিসগুলোর প্রভাব তাদের ওপর বেশী পড়ে যা তারা দেখতে ও ছুইতে পারে। সে দেখা জিনিসগুলোর মোকাবিলায় সে কথাগুলো তারা প্রায় ভুলে যায় যা শুধুমাত্র জ্ঞানের সাহায্যে জানা যেতে পারে। এ অবস্থাই হলো সে বেচারাদের।

ধীরে ধীরে আল্লাহ তায়ালার খেয়াল তাদের মন থেকে মুছে গেল। এরা তাঁকে ভুলে গেল ঃ আসলে কোন্ সে সত্তা যিনি আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং কে তিনি, যিনি আগুন ব্যবহার করার জ্ঞান দান করেছেন ?

প্রথমত, যাদের ভেতরে ঈমান-ইসলাম ছিলো যখন দেখতো যে, আল্লাহ তায়ালা আগুনের সাহায্যে জিন্দেগীর একটা মহা সুযোগ দান করেছেন, তখন উচ্ছ্বাস ভরে বলে উঠতো ঃ তিনি পাক ও মহান, যিনি আগুনের মত ভয়াবহ জিনিসকে আমাদের বাধ্য করে দিয়েছেন। আর এ খেয়াল আসতেই তারা আল্লাহ তায়ালার সামনে সেজদায় পড়ে যেতো। ক্রমে ক্রমে

www.amarboi.org

মুসলমানদের এ ছেলেপেলেরাই এটা ভুলে গেল যে, আসলে তাদের মুরুব্বীরা কার এবাদাত করতো এবং দুনিয়ার হুকুমদাতা তারা কাকে মানতো।—এ বেকুফেরা আগুনকেই নিজেদের খোদা বানিয়ে নিল, তারই

পূজা শুরু করে দিল। দেখলে ! মানুষ নিজের বেকুফির দ্বারা কিভাবে কাজ করতে শুরু করে। এ লোকগুলো বেশীর ভাগ ইরানের শীত প্রধান পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করতো। তারা ধীরে ধীরে নিজেদের জন্যে একটি আলাদা

www.amarboi.org

ধর্মই বানিয়ে ফেললো। আগুনকে পূজার কারণে এ লোকগুলো অগ্নীপূজক হিসেবে পরিচিতি লাভ করলো।

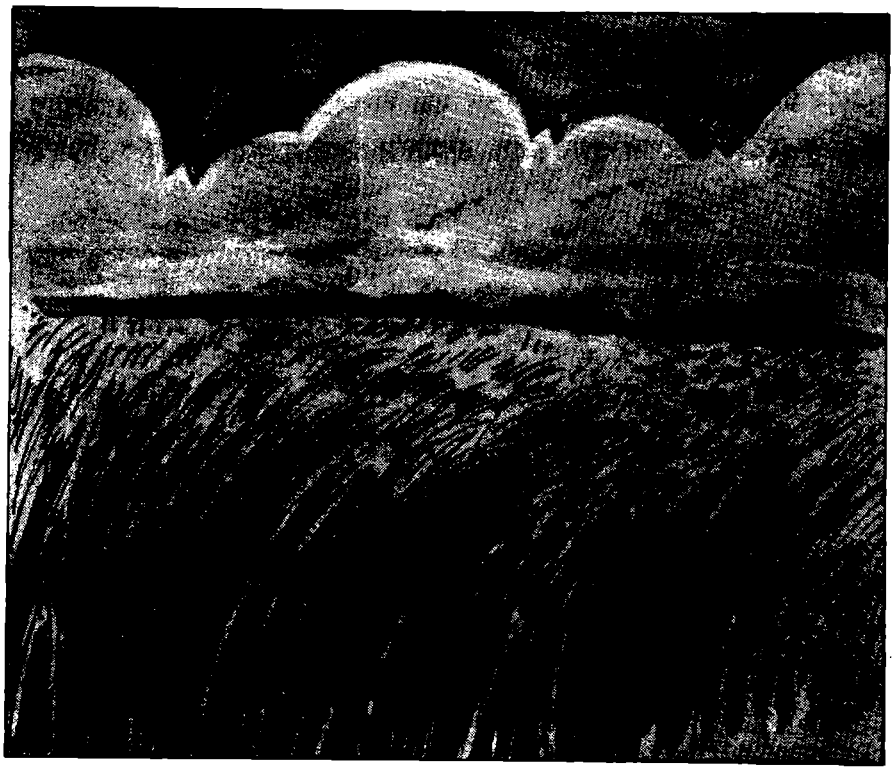

কিছু লোক যারা ভারতবর্ষের উর্বর ভূমিতে এসে বসবাস শুরু করলো। তারা ফসল উৎপাদনের কলা-কৌশল ধীরে ধীরে শিখে নিলো। প্রথমত, এরা লোহা ও তামার ভোতা নখওয়ালা ভারী অস্ত্র দিয়ে জমি কর্ষণ করে বীজ ফেলে দিত এবং ফসল পাকার অপেক্ষায় বসে থাকতো। ক্রমে ক্রমে

www.amarboi.org

তারা ভাল 'হাল' বানিয়ে ফেললো। তোমরা তো জানই পশু পালন এরা আগে থেকেই শিখে নিয়োছিলো ; এখন এরা এটাও বুঝে নিলো যে, এ পশুগুলো দিয়ে 'হাল' চালানো যাবে। এভাবে তাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেলো।

কৃষিজীবীদের জন্যে ফসলই ছিল বড় অবলম্বন। সারা বছরের খাবার নির্ভর করতো ফসলের ওপর। সে জামানায় নালা, কূয়া, নলকূপ কিছুই

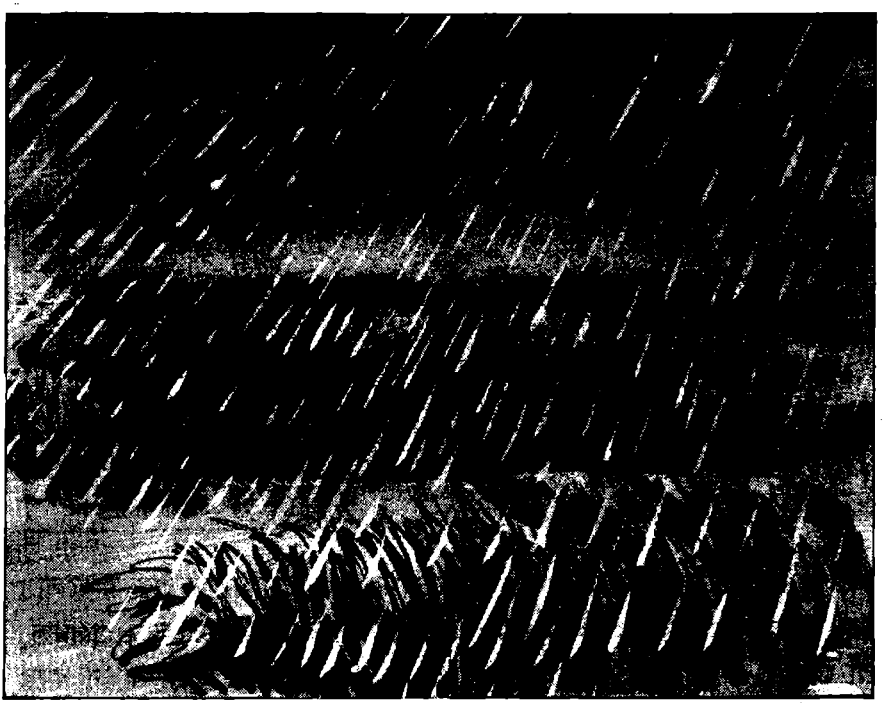

www.amarboi.org

আবিষ্কৃত হয়নি। বেচারাদের সমস্ত ফসল আকাশের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতো। এ জীবন বড়ই পবিত্র জীবন ছিলো। এসব লোকেরা যখন নিজেদের পেট সংকুচিত করে ফসলের বীজ জমিতে রোপণ করতো, তখন নিজ আল্লাহর সংগে সম্পর্ক স্থাপন করতো আর বলতো ঃ হে আল্লাহ বৃষ্টি যাতে সময় মত আসে, মৌসুমের খারাবী, জমীনে ও আসমানের কোন বিপদ যাতে আমাদের ফসলকে নষ্ট না করে দেয়। বৃষ্টি হওয়ার বাতাস শুরু হলে এদের খুশীর অন্ত থাকে না। হাত তুলে এরা নিজেদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে ঃ হে আল্লাহ তুমি এ বাতাসকে আমাদের জন্যে কল্যাণকর

www.amarboi.org

করে দাও, কোথাও যাতে এমন বর্ষণ না হয় যে আমাদের ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। মেঘ দেখা দেয় তো তাদের চোখ আকাশের দিকে চলে যায়। তাদের দিল আল্লাহর দিকে লেগে থাকে। গরুও তাদের বড় প্রিয় ছিল। গরুর সাহায্যেই তো তারা ক্ষেত চাষ করতো ; গরু যদি না হতো তাহলে তাদের কত কষ্ট হতো।

এ নিয়ামতগুলোর জন্য তারা আল্লাহকে স্মরণ করতো এবং কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করতো।

সত্যি ! এরা কত নেক ও ভাল মুসলমান ছিল।

ধীরে ধীরে তাদের মধ্যেও পরিবর্তন আসতে শুরু করলো। এরাও বৃষ্টি, বাতাস, মেঘ, বিদ্যুৎ এবং গরুর সৃষ্টিকর্তাকে ভুলতে লাগলো এবং আসল সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে তাঁরই সৃষ্টিকে খোদা মেনে বসলো।

যখন মানুষ নিজের প্রকৃত প্রভুকে ভুলে গেল তখন আল্লাহ তায়ালা আবার নিজ মেহেরবানীতে তাঁর রসূল পাঠালেন। এ রসূল ইরানেও আসলো এবং ভারতবর্ষেও আসলো। তাঁরা আবার সেই 'ভুলে যাওয়া পাঠ' স্মরণ করিয়ে দিলেন। মানুষকে বুঝালেন তাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহ। এরা যে দেশের লোক সে দেশের ভাষায় তাঁরা তাদেরকে ভাল কথাগুলো শিখালেন। আল্লাহ তায়ালার সত্তাকেও সে দেশেরই কোন না কোন ভাল নাম দিয়ে স্মরণ করালেন।

আল্লাহর বান্দাদের অন্যের গোলামী থেকে মুক্ত করে আবার আল্লাহর গোলাম এবং তাবেদার বানিয়ে দিলেন। আরবী ভাষায় 'তাবেদার'কেই মুসলমান বলা হয়। ইরান ও ভারতবর্ষের অধিবাসীরাও সবাই আল্লাহর তাবেদার বান্দা—মুসলমানই ছিল।

www.amarboi.org

ছয়

মানুষ আল্লাহর দেয়া শক্তি ও জ্ঞান দ্বারা কাজ করতে থাকলো। দিন দিন তার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং জ্ঞান সম্প্রসারিত হতেই থাকলো। তবে সে সময় সব মানুষই একই রকম ছিল না। যারা বুঝে সুঝে জ্ঞান দ্বারা কাজ করতো আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ মেহেরবানীতে তাদের জন্যে জ্ঞানের দরজা খোলা রেখেছিলেন। আর যারা এটাকে বেকার মনে করতো, তারা যেমন, তেমনই থাকলো।

ব্যাস ! সবসময় এ অবস্থাই ছিল। যেমন এখন তোমরা দেখতে পাও —কিছু লোক রেডিও, উড়োজাহাজ বানাতে পারে। বিজলী শক্তি দ্বারা

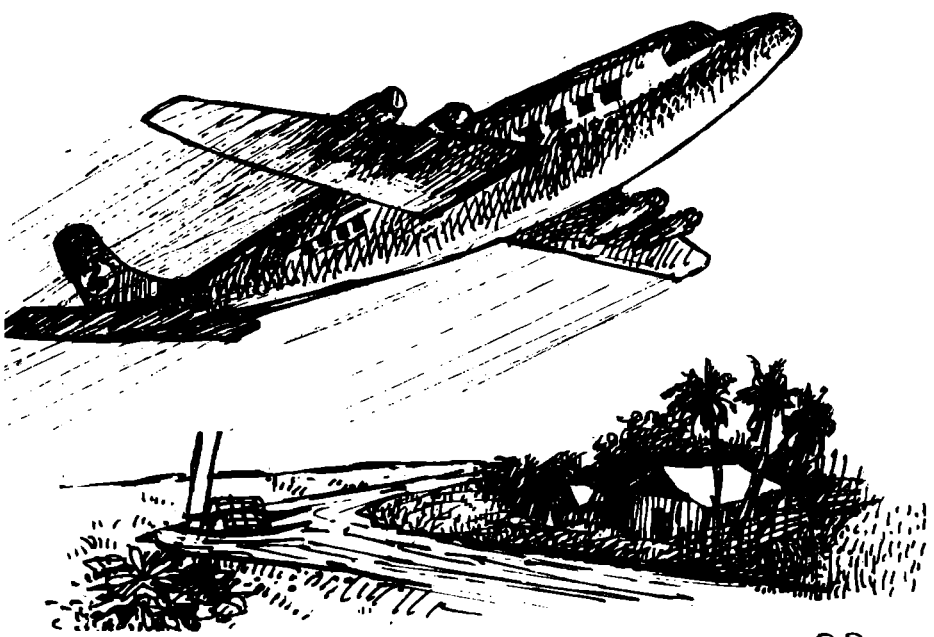

www.amarboi.org

নানারূপ কাজ-কর্ম করতে পারে, এটম শক্তি নিজের কব্জার ভেতরে নিয়ে আসতে পারে ; কিন্তু এ যুগেও এমন কতক লোক আমাদের সামনে আছে যারা এ জিনিসগুলোর নাম পর্যন্ত জানে না। এদেরকে দেখলে মনে হবে এরা নূহ (আ)-এর যুগেরও আগের লোক।

কিছুদিন পর এরা ছবি আঁকতে শিখলো। এ বিদ্যা মিসর ও চীনের অধিবাসীরা সর্বপ্রথম শিখেছিল বলে মনে করা হয়। তোমরা মনে করছ ছবি আঁকিয়ে লোকগুলো বুঝি খুব সৌখিন ছিল—আসলে তা নয়। এরা প্রয়োজনের তাগিদেই ছবি আঁকতে শুরু করেছিল। এরা ছবি দিয়ে একে অন্যের কাছে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতো। যেমন তারা হয়তো কাউকে একথা বলে পাঠাবে ঃ "বেলা দ্বিপ্রহর হলে গরুগুলো বট গাছের ছায়ায় বেঁধে রাখবে।" তাহলে এরা কোন একটা পাথরের ওপরে কয়লা অথবা খড়িমাটি দিয়ে এক কোণায় একটি সূর্য আঁকতো এবং তার প্রখর রৌদ্র বিকিরণ দেখিয়ে পাশে একটি বট গাছ এঁকে তার নিচে গরুগুলো বেঁধে দিত। এখন এ ছবি দেখলে ছবি ওয়ালা কি চায় এটা সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়তো।

এটা তো একটা সাধারণ উদাহরণ। কিছুদিন পর এরা এ ব্যাপারে আরো সিদ্ধহস্ত হলো—বড় বড় উদ্দেশ্য এ ছবি দিয়ে তারা প্রকাশ করে ফেলতো। এ ছবি আঁকার জন্যে তারা নানা প্রকারের রংয়ের কথাও জানতে পারলো, আর এ রংগুলো এমন আশ্চর্য ও পাকা ছিলো যে, আজও আমরা তা দেখতে পাই। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, তাদের ব্যবহৃত হাজারো বছর আগের রং এখন পর্যন্ত এত উজ্জ্বল, যেন কালই তা আঁকা হয়েছে।

ছবি আঁকা বিদ্যার উন্নতি হতেই থাকলো। তারা অনুভব করলো ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করতে অনেক সময় লাগে। কাজেই এখন তারা

www.amarboi.org

বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্যে বিভিন্ন চিহ্ন ও আকার বানাতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জ্ঞান লেখার দিকে মানুষকে পথ দেখালো। মানুষ লেখা শিখলো।

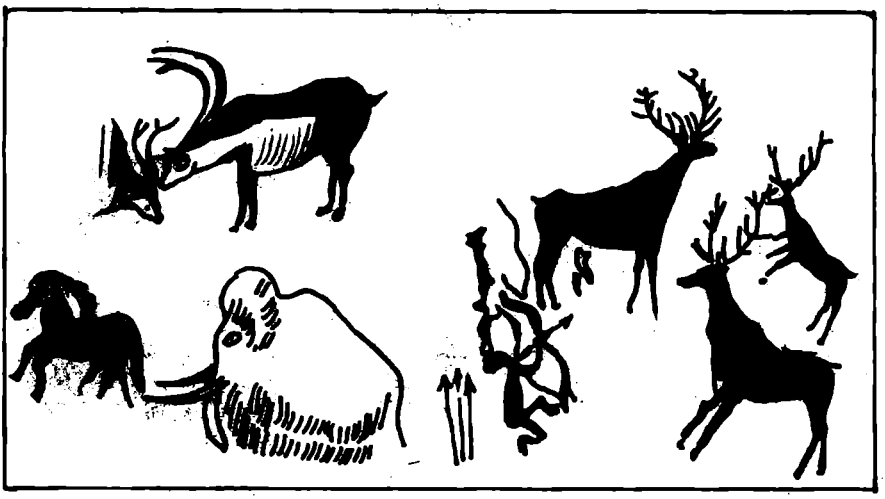

যেভাবে বিভিন্ন দেশে বসবাস করার জন্যে তাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছিলো, ঠিক সেভাবে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে লেখার পদ্ধতি তারা গ্রহণ করলো।

এক গৌরবজনক অধ্যায়ে মানবজাতির উত্তরণ ঘটলো। তারা নিজের ভাব, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্যে সুরক্ষিত রাখতে পারে। এ ভয় আর থাকলো না যে, সহজেই একথাগুলো ভুলিয়ে দেয়া যাবে।

যখন লেখা শুরু হলো তখন লেখার সরঞ্জামাদিও আবিষ্কার হতে লাগলো। প্রথমত, পশুর চামড়া, বড় বড় গাছের ছোবড়া, শুকনো পাতা,

www.amarboi.org

পাথর, হাড্ডি এমন কি বিভিন্ন প্রকারের তক্তায় লেখার কাজ চলছিল। আর এখন এ ব্যাপারে উন্নতির কোন জুড়ি নেই। সুন্দর সুন্দর কাগজ, উন্নত থেকে উন্নততর কালি, কলম, ফাউন্টেন পেন, টাইপ রাইটার, ছাপাখানা আরো কত অজানা জিনিস এ ব্যাপারে আবিষ্কৃত হচ্ছে।

সাত

আল্লাহ তায়ালা চান তার খলিফা মানুষ দুনিয়ার শক্তিকে বেশী বেশী করে কাজে লাগবে। তার সৃষ্টি করা নিয়ামত থেকে উপকৃত হবে। এ জন্যে

www.amarboi.org

তিনি তার মেজাজের মধ্যে নূতন নূতন জিনিসের তালাশ এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার বাসনা সৃষ্টি করেছেন। মানুষ শুরু থেকেই এ বাসনা পূরণ করতো। মানুষ প্রথমত স্থলভাগে পায়ে হেঁটে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতো। তারপর তারা পশু পালন শুরু করলো, গাড়ী

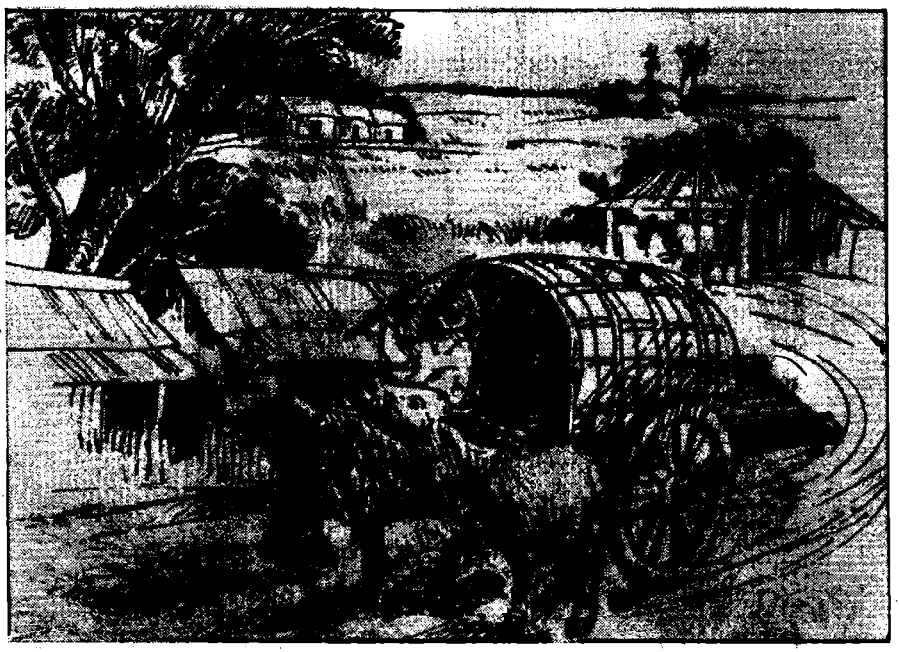

বানালো—পশুর সাহায্যে গাড়ী দিয়ে নিজেদের যাতায়াতের ব্যবস্থাকে সহজ ও আনন্দদায়ক করে নিলো।

স্থলভাগ ছাড়া পানিতেও ভ্রমণের ব্যবস্থাদি জেনে নিলো। ডোংগা বানালো, নৌকা তৈরী করলো। প্রথমে ছোট ছোট নদীতে, তারপর সমুদ্রের তীরে তীরে, তারপর বড় বড় সমুদ্রের অথৈ পানিতে অবাদে ভ্রমণ করতে

www.amarboi.org

লাগলো। শুরুতে জল পথে ভ্রমণ বাতাসের সাহায্যে করা হতো ; যেদিকের বাতাস হতো সেদিকে ভ্রমণ করা হতো, ফিরবার সময় বেচারারা অপেক্ষা

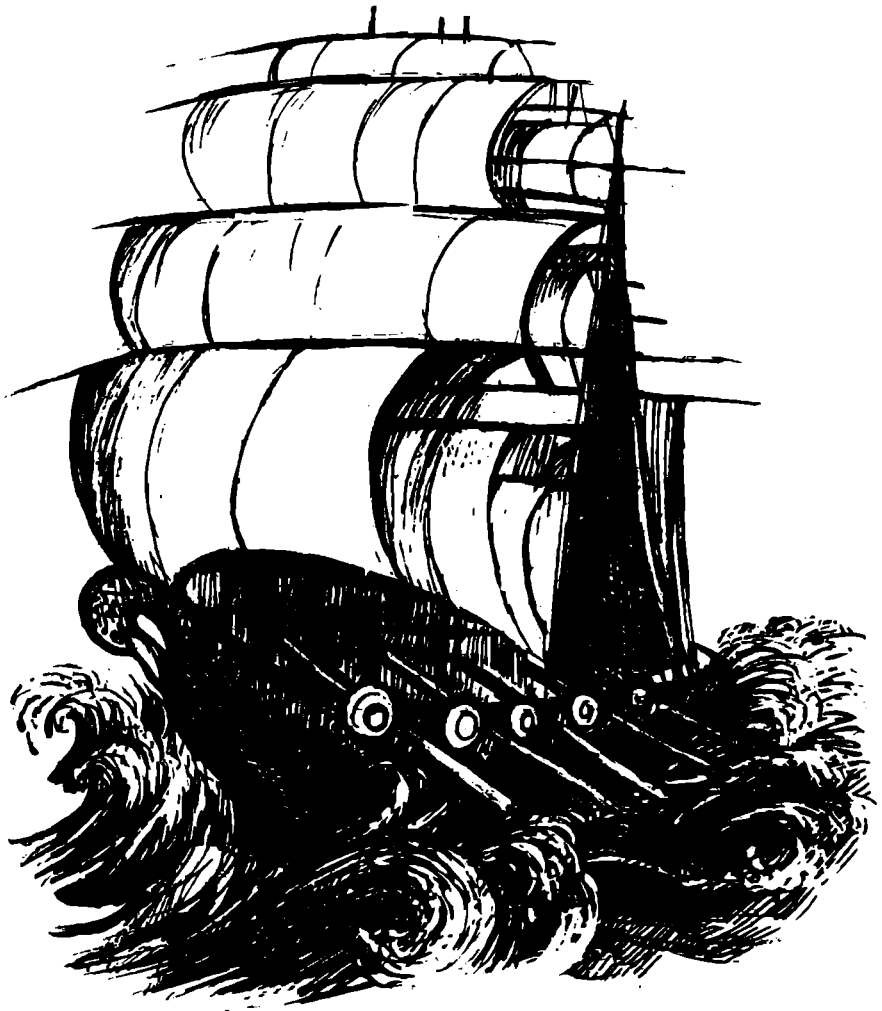

www.amarboi.org

করতো কখন অনুকূল বাতাস বইবে আর কখন এরা ভ্রমণ শুরু করবে। এ বিদ্যাতেও মানুষ খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করলো। স্থলভাগে যাতায়াত করার জন্য মানুষ মোটরগাড়ী বানালো, রেলগাড়ী বানালো। জলভাগে যাতায়াতের জন্য বানালো বড় বড় জাহাজ : এমন বড় বড় যেন কোন শহরের একটা

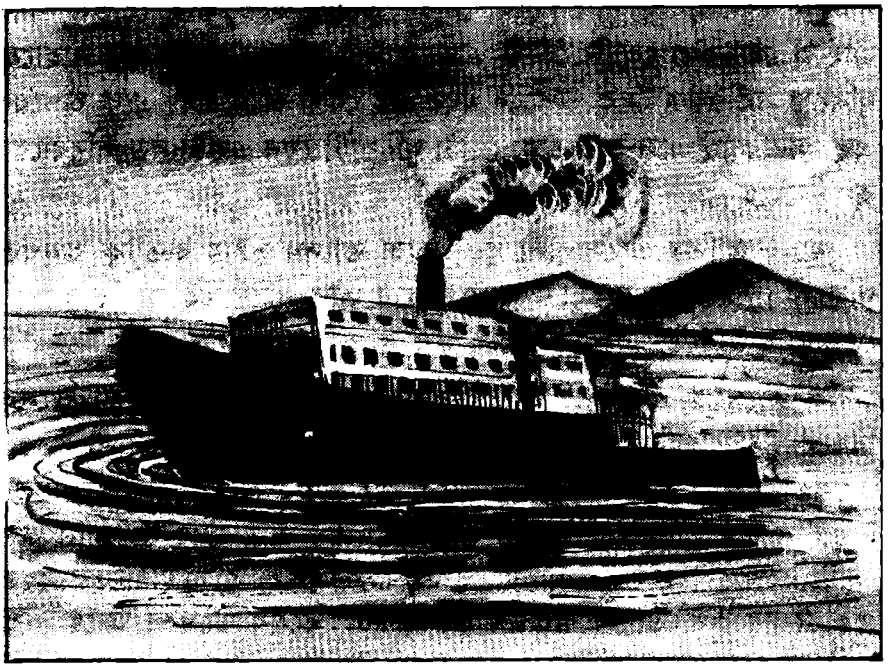

ছোট্ট মহল্লা। এগুলো চালাবার জন্যে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্য নিল এবং সে অপেক্ষার আর প্রয়োজন হলো না যে, কখন বাসাত বইবে আর যাত্রা শুরু হবে।

আল্লাহর দেয়া বুদ্ধি তো এখন আকাশেও ভ্রমণ শিখিয়ে দিল। মোটকথা, আজকাল দুনিয়াটা একটা বড় শহর সমতুল্য হয়েছে। যেভাবে

www.amarboi.org

সেখানকার এক মহল্লার লোক আরেক মহল্লায় আসা-যাওয়া করতে পারে, ঠিক সেভাবেই এক দেশ থেকে আরেক দেশে আসা-যাওয়াটা সহজ হয়ে গেছে। আর সত্যি বলতে কি ! আগে একই শহরে মানুষ তাদের একে অপরের খবর যত না রাখতে পাতো তার চেয়ে বেশী এখন আমরা সারা দুনিয়ার খবর রাখতে পারি। রেল, মোটর, উড়োজাহাজ, তার, রেডিও, পানি জাহাজ মোটকথা কোটি কোটি এমন সামগ্রী মওজুদ আছে যার সাহায্যে দুনিয়ার সব লোক একে অপরের খবর এত বেশী রাখে এবং একে অপরের এত কাছাকাছি এসে গেছে যে, গোটা দুনিয়াটা যেন একটা বড় পরিবারের রূপ নিয়েছে।

মানব জাতির এ সোনালী যুগে তারা তাদের স্রষ্টার কতটুকু অনুগত থাকলো। কিইবা নাফরমানি করলো আর তার পরিণতিই বা কি হলো। তোমাদের জানতে খুব ইচ্ছে করছে তাই না ? তাহলে শোন—

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। সে যুগে অনেক বিষয়ে উন্নতি করা হয়েছিল। যেমন ঃ কাপড় তৈরী, ঘর-বাড়ী তৈরী, অস্ত্রশস্ত্র তৈরী, ক্ষেত করা এমনি আরো শত শত বিষয়ে উন্নতি হয়েছিল। এগুলোর যদি সামান্য সামান্যও আলোচনা করা যায় তবে না জানি কত মোটা বই তৈরী হবে।—আমরা যে শুধু লেখা শেখা ও যাতায়াতের সহজ পন্থাগুলোর কথা উল্লেখ করলাম এর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে ; যা তোমরা এখন বুঝতে পারবে।

আট

আগের মত এ যুগেও আল্লাহর রসূল প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের মধ্যে আসছিলেন এবং সবসময় সে কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যা হযরত আদম (আ) ও নূহ (আ) দিয়েছিলেন। সে যুগে এসেছিলেন এমন

www.amarboi.org

অনেক রসূলের নাম এবং সত্য ঘটনা আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলে দিয়েছেন। যখন তোমরা বড় হবে তখন কুরআন মজিদে নিজে পড়ে নিতে পারবে—সে জমানায় হযরত ইবরাহীম, হযরত লূত, হযরত হুদ, হযরত সোলায়মান, হযরত ঈসা (আল্লাহর রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক) আল্লাহর সে শিক্ষা বার বার মানুষের সামনে পেশ করেছেন ঃ এ দুনিয়ার আসল মালিক আল্লাহ, একমাত্র তার অনুসরণ ও তাবেদারী করা মানুষের জন্য ফরয ; কেননা মানুষ আল্লাহর খলিফা। তার জন্য এটা কোনক্রমেই ঠিক নয় যে, আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে সে আল্লাহর সৃষ্টি করা কোন বস্তু অথবা কোন ব্যক্তির গোলাম হয়ে যাবে। সব জিনিস তো মানুষের অনুগত ও মানুষের হুকুম পালন করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এরা যদি লোহা থেকে কাজ নিতে চায় তাহলে লোহা তার ইচ্ছা পূরণে বাধ্য। এরা যদি জমিকে কাজে লাগাতে চায়, তাহলে জমির কোন ক্ষমতাই নেই যে, তার হুকুম টালবাহানা করে। এভাবে সব জিনিস ও শক্তিকে তার হুকুম মানার জন্যে তৈরী করা হয়েছে। মানুষ তার নিজ মর্যাদা থেকে নিচে নামা, নিজ সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে নিজের তৈরী করা কোন জিনিসকে বড় ও এবাদতের উপযুক্ত মনে করা তার জন্যে কিছুতেই উচিত নয়। প্রভু হয়ে কিভাবে গোলামের গোলামী করা ঠিক হতে পারে ?

এসব মহান ব্যক্তিরা মানুষকে খোলাখুলিভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, তার প্রভুর ইচ্ছা কি এবং তিনি তাদের কি ধরনের জীবন পসন্দ করেন। অনেক লোক তাঁদের কথা মানলেন—এরা আল্লাহর অনুগত ও তাবেদার ছিল। আল্লাহ তাদের ওপরে খুশী হলেন। পরবর্তী জীবনে তারা অনেক সুখ ও শান্তি ভোগ করবে। কিন্তু এমনও অনেকে ছিল, যাদের মগজে একথা

www.amarboi.org

আসলোই না। তারা নিজেদের মন ও প্রবৃত্তির এরূপ গোলাম হয়ে গিয়েছিল যে, এ সোজা কথাগুলো তাদের কাছে বেখাপ্পা মনে হয়েছিল।

এ সমাজের কিছু লোক যখন রসূলের কথা মানলো না এবং আল্লাহর বন্দেগীতে রাজী হলো না তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সংগে সে ব্যবহারই করলেন যা নূহ (আ)-এর জাতির সংগে আগে করা হয়েছিল, অর্থাৎ তাদেরকেও কোন না কোন আযাবে পাকড়াও করা হলো। দুনিয়াকে তাদের অবস্থিতি থেকে মুক্ত করে নেয়া হলো। কুরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের আযাবের বিবরণ পাওয়া যায়।

মানুষের উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণের জন্যে এ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বার বার তাদের সামনে উল্লেখ করা হয়েছে ; এবং বুঝান হয়েছে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তাদের পরিণতি কি হয়।

হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত বার বার রসূল আসার ধারা অব্যাহত ছিল। এ সময় মানুষ ভালভাবে লেখা শিখলো। যাতায়াতের সকল উপায় ভালভাবে জেনে নিল। অধিকন্তু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে লেখা শিক্ষা দেয়ার কারণে এ ভয়ও থাকলো না যে, কালের চক্রে মানুষ তাদের (রসূলদের) হেদায়াত ও শিক্ষাকে বদলিয়ে দেবে অথবা ভুলিয়ে দেবে। এখন আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের হেদায়াত লিখে রাখা যেতে পারে; এবং এভাবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে তা হেফাজত করে রাখা যেতে পারে। শিক্ষা ও সভ্যতায় মানব জাতির এ চরম উৎকর্ষতার যুগেও তাদের মধ্যে বিচ্যুতি আসলো। তারা স্রষ্টার শিক্ষাকে ভুলে নিজেদের খেয়াল-খুশীমত চলতে থাকল। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাড়তে লাগলো। মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা চলতে লাগল। অনাচার ও অবিচারে সমাজ আবার

www.amarboi.org

জর্জরিত হয়ে উঠল। তখন তাদের মুক্তির জন্যে, তাদেরকে সৎপথের সন্ধান দেয়ার জন্যে আল্লাহ তার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে পাঠালেন

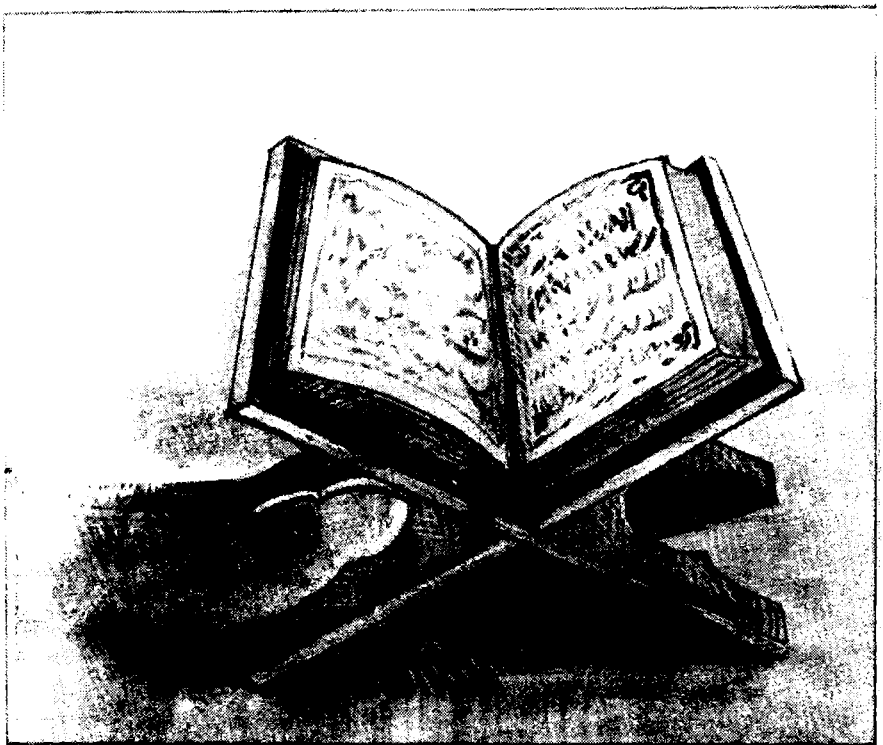

পবিত্র কুরআন দিয়ে। যা মানুষের জীবন বিধান। কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবন যাপনের পথ-নির্দেশিকা।

নয়

এখন থেকে প্রায় তিনশ' বছর আগে ইউরোপে পাদ্রীদের খুব প্রভাব ছিল। এদেরকে ঈসায়ী ধর্মের পীর অথবা মৌলভী মনে করতে পার। এরা

www.amarboi.org

তাদের ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সব কাজে ও সব কথায় এরা ধর্মীয় বাধা এনে গর্ব অনুভব করতো। একদিকে তাদের জীবন অত্যন্ত অপবিত্র ছিল ; আত্মপূজা, স্বার্থপরতা ও সম্পদের মোহ এদের ভিতরে অত্যন্ত প্রবলভাবে বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এরা সাধারণ মানুষকে খোদার নাম নিয়ে এবং

www.amarboi.org

ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। তাদের নিকট থেকে প্রচুর নজরানা আদায় করতো, জায়েজ-নাজায়েয হুকুম তাদের ওপর চালাতো।

এ ব্যবহারের ফল কি হতে পারে তোমরা বুঝতেই পার। মানুষের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা শুরু হলো। সে সময় সেখানে এমন কোন গোষ্ঠী ছিল না, যারা ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারতো, খোদা ও বান্দার মধ্যে সঠিক সম্পর্ক বলতে পারতো। ফল দাঁড়ালো এই ঃ সেই ঘৃণা, যা পাদ্রীদের অপবিত্র জীবন ও খারাপ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয়েছিল—ধীরে ধীরে তা ধর্মকেই ঘৃণা করার প্রবৃত্তিতে পরিবর্তিত হলো। মানুষ বললো—ধর্ম যদি এমনই হবে, তবে ধর্মকে 'সালাম'।

সে যুগে ইউরোপের অনেক বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান চর্চায় লেগে পড়েছিলেন। তারা প্রত্যহ কিছু না কিছু নূতন গবেষণা করতো এবং আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের

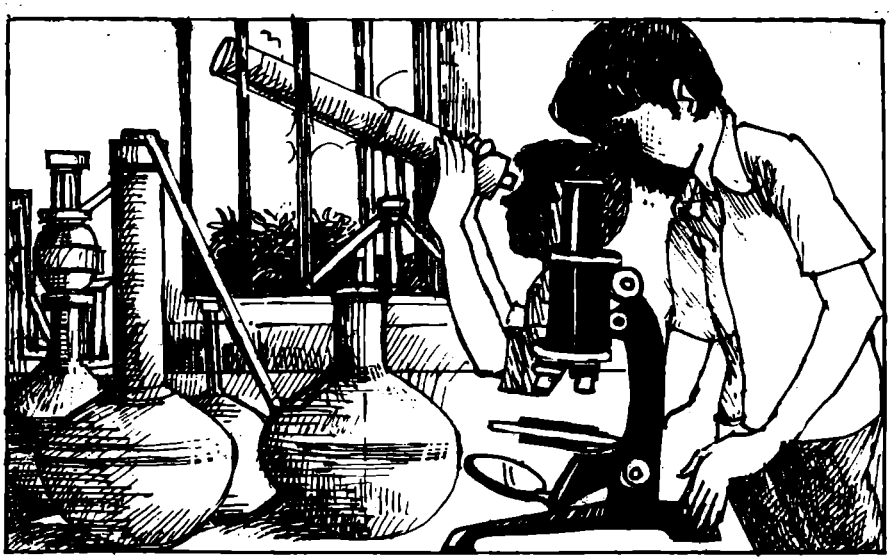

www.amarboi.org

সাহায্যে নূতন নূতন আবিষ্কার করছিল। সে আবিষ্কারের কারণে মানুষের মনে তাদের প্রভাব বাড়ছিল। আর্থিক উপকারও তাদের হতে লাগলো। পাদ্রীরা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের ওয়ারিশ মনে করতো। অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় তাদের মগজ ভরপুর ছিল। বৈজ্ঞানিকদের উন্নতি তারা একদম দেখতে পারতো না। এ বেকুফদের এতটুকু হুঁশ ছিল না যে, তারাও ময়দানে এসে আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের অনুসন্ধান করতে পারে। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের বিরোধিতা শুরু করে দিল। সব নূতন জিজ্ঞাসাকে কুফর বলে দিল, নূতন আবিষ্কারকে শয়তানের যাদু আখ্যায়িত করলো। মোটকথা ধর্মের গোঁড়ামী দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ওপর খুব জুলুম করলো। অনেককে কাফের ফতোয়া দিয়ে মেরে ফেলা হলো। অনেককে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

মোটকথা যতদূর পর্যন্ত তাদের শক্তি চললো, তারা বিজ্ঞানের উন্নয়নকে প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগলো। সে জালেমরা মানুষকে বলতে শুরু করলো বিজ্ঞানের কথা আল্লাহ্ অপসন্দ করেন। বিজ্ঞান চর্চাকারীরা জাহান্নামী এবং দোযখী। এ বাড়াবাড়ির ফল দাঁড়ালো ঃ বৈজ্ঞানিকেরা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসলো। আর এটাই স্বাভাবিক, পাদ্রীরা খোদাকে এমনভাবে পেশ করেছিল যাতে করে বুদ্ধিজীবীরা আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রকৃতপক্ষে পেছনেই সান্ত্বনা পেত। ঐ বেকুফদের এতটুকু জানা ছিল না যে, খোদা ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কি ধরনের। তিনি মানুষের কাছে কি ধরনের জিন্দেগী আশা করেন। তাঁর যথাযথ অধিকার কি এবং মানুষকে দুনিয়াতে কি মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

তোমরা হয়তো মনে করছ—সে সময় মুসলমান কোথায় ছিল—তাদের সামনে এগিয়ে আশা উচিত ছিল। মানুষকে বলা উচিত ছিল আসলে

www.amarboi.org

ধর্ম কাকে বলে। খোদা ও বান্দার মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি। আল্লাহ তায়ালা তো মানুষকে এ জন্যই তাঁর খলিফা ও প্রতিনিধি বানিয়েছেন যেন তারা এ দুনিয়ার শক্তি সম্পদের অনুসন্ধান চালায়, জানতে পারে এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে কাজে লাগায়। আল্লাহ তায়ালা তো তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে হুকুম দিয়ে দিয়েছেন যেন তারা মানুষের কথা মানে।

তোমাদের ধারণা ঠিক ! মুসলমানের নিকট ধর্মের সঠিক ধারণা এবং খোদার গুণাবলীর জ্ঞান মওজুদ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানরা এখন থেকে প্রায় সাতশ' বছর আগে থেকেই নিজের অবস্থান থেকে বিচ্যুত

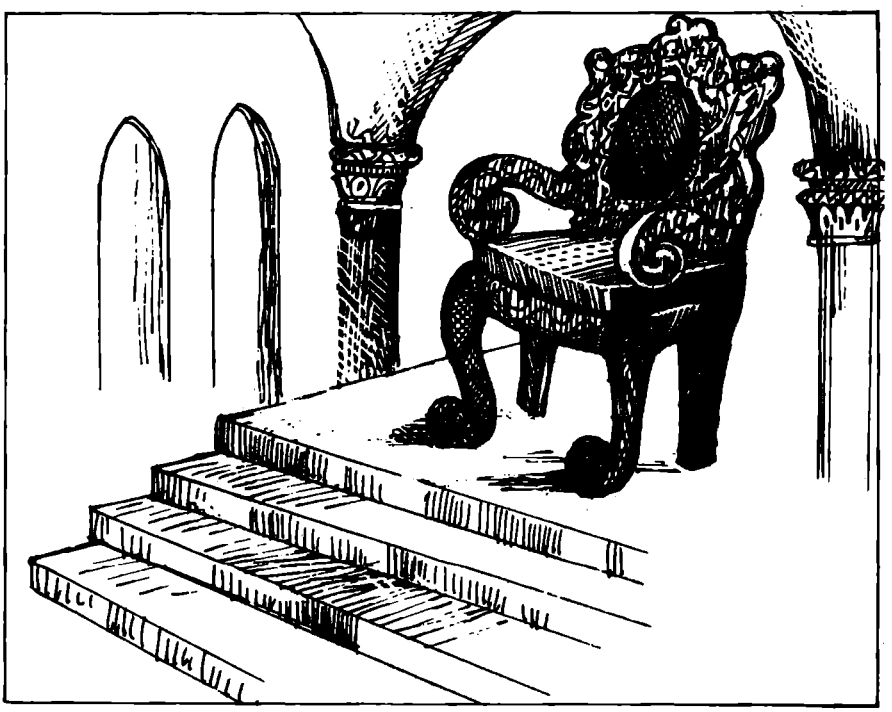

www.amarboi.org

হয়েছিল। এরাও সম্পদ ও ক্ষমতার মোহে নিজেরা নিজেদের মর্যাদার কথা ভুলে বসেছিল। তাদেরও এতটুকু যোগ্যতা ছিল না যে, তারা দুনিয়ার সামনে আল্লাহর দ্বীনকে পেশ করতে পারে। যে সময় ইউরোপ জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় নিবেদিত সে সময় এরা লাঞ্ছনার দিন কাটাচ্ছিল। সম্পদ ও ক্ষমতার মোহে ইরান ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধের ঝনঝনানী উঠলো, ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য স্তিমিত হচ্ছিল, মুসলমান ওমরাহ ও বুদ্ধিজীবী উচ্ছৃংখল নবাবদের মত আরাম-আয়েশের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো। তাদের হুঁশ থাকলো না যে, দুনিয়া কোন্ দিকে ছুটছে। তাদের প্রবীণ আলেমরা প্রাচীন কিতাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে অপরের সংগে

www.amarboi.org

ঝগড়ায় লিপ্ত হলো, সাধারণ বিষয়ে অতি সামান্য পার্থক্যকে কেন্দ্র করে নূতন নূনত দল বানালো এবং তর্কযুদ্ধে ফেঁসে গেল।

সময় যেতে লাগলো। বিজ্ঞানের উন্নতি চলতেই থাকলো। নূতন নূতন কথা প্রত্যহ জানা যেতে লাগলো। সাধারণ মানুষ দেখতে পেলো বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো কি ? এ ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কাছে পাদ্রীদের দোকান হয়ে গেল ঠাণ্ডা। বিজ্ঞানীরা তাদের বিরোধীদের ওপরে শেষ আঘাত হানলো আর ঘোষণা করে দিল ঃ এ দুনিয়া খোদা ছাড়াই হয়েছে ; আখেরাত, সওয়াব ও আযাব এসব শুধু কথার কথা।

দশ

খোদাকে অস্বীকার করা তো সোজা, কাজেই করে দিল। কিন্তু একথার জবাব কে দেবে যে,—খোদা যদি না থাকে, তবে এসব জিনিস কে তৈরী করেছে ? মানুষ কোথা থেকে আসলো ? বিজ্ঞানীরা এসব কথাগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছে এবং ধীরে ধীরে সব কথাগুলো কোন না কোনভাবে মানুষকে বুঝাবার মত করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ যারা এমনিতেই খোদা আর ধর্মের বন্ধনের ওপরে বিতশ্রদ্ধ ছিল ; অপরদিকে বিজ্ঞানের উন্নতিকে চোখে দেখছিল—তাদের (বিজ্ঞানীদের) কথার ওপরে ঈমান আনা শুরু করলো।

তোমরা বলবে, ঐ জবাবগুলো কি ছিল, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলো যে সত্য সত্যই এ দুনিয়ার কোন মালিক নেই এবং আশ-পাশের সবকিছু কারো বানানো ছাড়াই আপনা আপনি হয়েছে ?

এরা দুনিয়ার কাহিনী এভাবে বলে ঃ "কোন এক সময় এ পৃথিবী (যেখানে আমরা এখন বসবাস করছি) ছিল না। অনেকগুলো নক্ষত্র ছিল,

www.amarboi.org

সূর্যও একটি নক্ষত্র। একদিন একটা নক্ষত্র সূর্যের নিকটে আসলো। নক্ষত্রগুলো একে অপরকে নিজের দিকে টানতে পারে।" বিজ্ঞানীরা একে বলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। কিন্তু এ শক্তি কোথা থেকে আসলো ? বিজ্ঞানীদের নিকট এর কোন জাবাব নেই। তারা শুধু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব ধরতে পেরেছেন। যা একে অপরকে নিজের দিকে টানে।

"হাঁ ! এখন সূর্য এবং ঐ নক্ষত্রের মধ্যে টানাটানি শুরু হলো। আর এ টানাটানির মধ্যে সূর্যের একটা অংশ খসে গিয়ে আলাদা হয়ে গেল। এ টুকরোটি গলিত 'লাভা' এবং উত্তপ্ত আগুনের একটি গোলক পিণ্ডের মত ছিল। এ ছিল আমাদের পৃথিবী যা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে লাগলো। সে সময় পৃথিবীটা চট্‌চটে এবং চারিদিকে বাষ্প দ্বারা আবৃত ছিল। বহুদিন পর এ

www.amarboi.org

বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে পানির সৃষ্টি হলো। পৃথিবীতে তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো। যতগুলো উঁচু ভূমি ও গর্ত ছিল সবগুলো কানায় কানায় ভরে গেল। তারা বলেন, এ পানিই সমুদ্রগুলোকে এখনও ভরপুর করে রেখেছে।"

"যখন সমুদ্রের পানি এখনও আমাদের সামনে বর্তমান আছে, এ কারণে আমাদের মনে হয় বিজ্ঞানীরা যা বলছে তা ঠিক।" তবে একটা কথা কি, যতক্ষণ না কোন কিছু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, ততক্ষণ উহা নিছক ধারণা মাত্র। হতে পারে তা সত্য, আবার মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু যে কথা বলতে চাই তাহলো, পৃথিবী যেভাবেই হোক না কেন, আর তার পানিই যেখান থেকে আসুক না কেন সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুমেই হলো। যখন তিনি চাইলেন পৃথিবী হোক —হয়ে গেল। কেমন করে হলো? এটা তিনি আমাদের বলেননি। হতে পারে তা বিজ্ঞানীদের ধারণা মতেই হয়েছে। অথবা এরও সম্ভাবনা আছে যে, তার সৃষ্টির সঠিক পদ্ধতি ভবিষ্যতে মানুষ জানতে পারবে।

এটা তো ঠিক যে, আগুনের কাজ জ্বালিয়ে দেয়া। আগুনে খড়ি দিলে —তা জ্বলে যায়। কিন্তু আগুনে যে দাহিকা শক্তি দেয়া হয়েছে তা নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আগুনের এ শক্তি নেই যে, তা জ্বালানোর পরিবর্তে বীজ অঙ্কুরের কাজ করবে। পৃথিবীর সব জিনিসই কতকগুলো নিয়ম ও শৃংখলার অনুসারী। নিয়মগুলো কে নির্ধারণ করেছে? বস্তুর মধ্যে এ শক্তি কে দিয়েছে? এগুলোর জবাব বিজ্ঞানীদের কাছে নেই। আমরা বলি এসব আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। প্রাকৃতিক এ নিয়ম-গুলো আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেছেন।

www.amarboi.org

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা ঃ

পানি সৃষ্টি হওয়ার পর সর্বপ্রথম সূর্যের তাপে পানির ওপরে আবরণ সৃষ্টি হলো। কিছু আবরণ সমুদ্রের মধ্যে বসলো সেখানে তা শিকড় গেঁড়ে বসলো। সেখানে বৃক্ষ-লতা জন্মাতে শুরু করলো। কিছু আবরণ পানির ঢেউয়ের তালে তালে সমুদ্রের কিনারে আসলো এবং স্থলভাগে বৃক্ষ-লতা

জন্মাতে শুরু করলো। অনেক দিন পর পৃথিবী জংগলে জংগল হয়ে গেল। অতপর পঁচা কাদা আর গরমের কারণে পোকার সৃষ্টি হলো। সে পোকা-গুলোর কিছু কিছু সমুদ্রের দিকে সাঁতরিয়ে চলে গেল এবং সেখানে মাছ হয়ে গেল।

www.amarboi.org

সে মাছগুলোর মধ্যে কিছু মাছ ডাংগার দিকে চলে আসলো, পানিতে এরা ফুলকা দিয়ে শ্বাস নিতো। এখানে এসে তারা ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়া শিখলো। এ জন্তুগুলো কখনো ডাংগায় বসবাস করতো আবার কখনও পানিতে চলে যেতো। এরা দু' ধরনেই বসবাস করতে পারতো।

এ জীবগুলোর মধ্যে যারা হালকা-পাতলা ছিল তারা বৃক্ষের ওপরে চড়ে জীবন ধারণ করতে লাগলো। এখানে তাদের ভয় কম ছিলো। অন্য দিকে তাদের চামড়া ঢিলাঢালা হতে লাগলো, শরীরের এদিকে সেদিকে ঝুলতে থাকলো। রাত্রে এরা নিজেদের ঢিলাঢালা চামড়াকে দু'টি ডালে টেনে দিত এবং ঝুলে ঝুলে ঘুমিয়ে পড়তো। ধীরে ধীরে ঢিলা চামড়ার উপরে পালক গজাতে শুরু করলো এবং তার সাহায্যে এরা এদিকে সেদিকে উড়তে লাগলো। অনেক দিন পর জংগলের বৃক্ষে পাখী দেখা দিলো।

আবার এদিকে অন্য আবহাওয়া আসলো। সে বড় বড় জানোয়ারগুলো এদেরকে বরদাশত করতে পারলো না—অপরদিকে তারা অধিক মোটা হওয়ার কারণে শিকারীর সন্ধানে বেশী চলাফেরাও করতে পারতো না। কাজেই কিছুদিন পর এমন হলো যে, এরা সব মরে গেল এবং পৃথিবী থেকে তাদের রাজত্ব খতম হলো।

তাদের মধ্যে কতকগুলো দ্রুতগামী জন্তু ছিল। যাদের শরীর কিছুটা ছোট ছিল তারা বেঁচে গেল। তারা এখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের শরীরে বড় বড় লোম ছিল। এরা তাদের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতো। যতদিন পর্যন্ত তারা (বাচ্চারা) হুঁশিয়ার না হতো ততদিন তাদের হেফাজত করতো। সে জন্তুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী হুঁশিয়ার ছিল বন মানুষ। সে কি করলো —নিজের সামনের পা দু'টো দিয়ে ধরার কাজ বেশী নিল আর পিছনের পা

www.amarboi.org

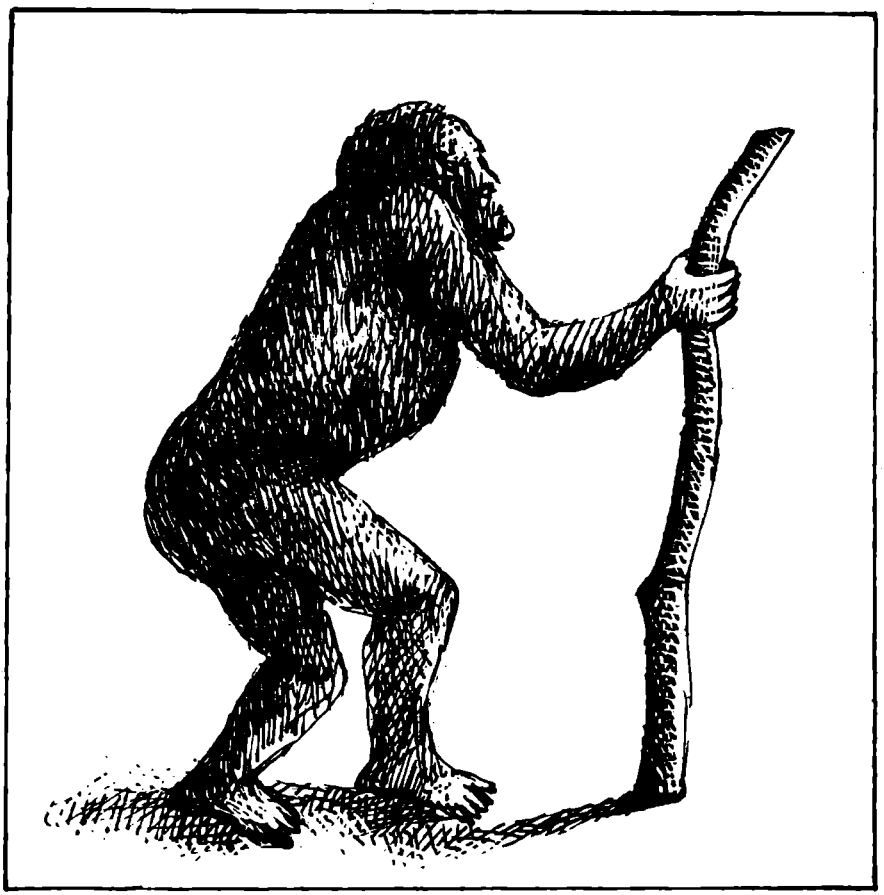

দু'টো দিয়ে চলার কাজের ব্যবহার করলো। তোমাদের জানা আছে অভ্যাস করতে করতে কিছু না কিছু হয়। ব্যাস ! হলো কি—পিছনের পা দু'টোর ওপরে ভর করে চলা শুরু করলো আর সামনের পা দু'টোকে হাতের মত কাজে লাগালো—বহুদিন পর ! সে মানুষ হয়ে গেল। তাদের মতে এ হলো মানুষের জন্ম বৃত্তান্ত। এ কাহিনী এত সহজ নয় যতটুকু তুমি শুনলে। এর

www.amarboi.org

ওপর হাজার হাজার মাথা জোরেসোরে খেটেছে এবং বড় বড় মোটা মোটা বই লেখা হয়েছে, তারপরেই কিছু কিছু মানুষ এটাকে বিশ্বাস করেছে। যদি কখনও এসব কথা এতটুকু হতো যতটুকু তুমি শুনলে তবে ভুলেও কি কেউ কোন দিন কান দিত এতে। মানবজাতির আবির্ভাব সম্পর্কে তোমরা দু'টি মতামত শুনলে ঃ

এক ঃ মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। তাকে শুরু থেকেই মানুষ বানান হয়েছিলো—আল্লাহ তায়ালার হেদায়াতসহ পাঠান হয়েছিলো। সব যুগে পয়গম্বরেরা এসে মানুষের সে মর্যাদার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

দুই ঃ মানুষ শুধু পশু থেকেই নয় বরং পোকা মাকড়ের বংশ থেকে এসেছে। তার মূল মনুষ্যত্ব নয় বরং পশুত্ব। তাদের পুরোনো বাপ-দাদা পশু ছিলো। এখন তারা কিছু উন্নতি করেছে—মানুষ হতে চলেছে। নতুবা আসলে তো তারা পশুই ছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যারা কুরআনকে আল্লাহ তায়ালার কিতাব মানে না তারা কেমন করে বিশ্বাস করবে এদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য ?

এগার

তোমরা বিজ্ঞানীদের মুখে মানুষ সৃষ্টির যে কাহিনী শুনলে তাতে তোমাদের মনে সম্ভবত এ ধারণা হবে যে, মানুষ এসব ঘটনা কিভাবে জানলো ? সে কাহিনীও বড় সুন্দর।

কোন কোন পাথরের স্তূপে এরূপ নক্‌শা পাওয়া যায় যা দেখলে মনে হবে, কোন এক সময় এ বড় নক্‌শার সংগে মিলে এমন জন্তু-জানোয়ার

www.amarboi.org

পৃথিবীতে বসবাস করতো, যারা বড় কোন তুফানে অথবা মওসুমের পরিবর্তনের ফলে মাটি ও পাথরের স্তূপে ডুবে গিয়েছিলো। দীর্ঘদিন পর যখন মাটি চেপে বসে একদম পাথরের মত হলো ; ধ্বসে যাওয়া জানোয়ারের কংকালগুলোর চিহ্ন সেখানে রয়েই গেলো। এ চিহ্নগুলো আমরা এখনো দেখতে পারি। বলা বাহূল্য কোন কোন কংকাল তো একদম

পাথরের মত হয়োগয়েছিল —মানুষ সেগুলোও খুঁড়ে খুঁড়ে মাটি থেকে বের করলো। হাঁ ! একটা কথা বলতে একেবারে ভুলেই গেছি যে, এ পাথরগুলো দেখে আমরা বলতে পারি এগুলো কত পুরোনো।

বিজ্ঞানীরা সে কংকালগুলোর অনুসন্ধানে যুগ যুগ ধরে বড় মেহনত করে মাটি খনন করেছে এবং নানা প্রকারের কংকাল মাটি খুঁড়ে বের করেছে। প্রাপ্ত কংকালের মধ্যে লোমশ জন্তু বা মানুষের কোন কংকাল পাওয়া যায়নি। ফলে তারা ধরে নিয়েছেন যে, প্রাচীনকালে পৃথিবীতে মানুষের কোন অস্তিত্ব ছিল না। মানুষের কংকালের চিহ্ন অনেক পরের স্তূপে পাওয়া যায়।

এ তথ্যকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা তোড়জোড় করে একটা পুরাকাহিনী দাঁড় করে ফেললো। যার কিছুটা চিত্র আমি তোমাদের সামনে এর আগে

www.amarboi.org

বললাম। কিন্তু তোমরা এটা বুঝতে পার যদি এরা খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করতো এবং সারা দুনিয়াকে একজন অভিজ্ঞ কারিগর ও জ্ঞানী খোদার সৃষ্টি করা মানতো তাহলে এসব কংকাল দেখে শুধু এতটুকু বলতো : অবশ্যই ! আল্লাহ তায়ালা কোন এক যুগে মানুষ সৃষ্টির আগে এ পৃথিবীতে অন্য ধরনের এক সৃষ্টি আবাদ করেছিলেন। এ পৃথিবীতে যখন মানুষ আসেনি তখন কি কি ধরনের ভয়াবহ জানোয়ার এখানে বসবাস করতো তা নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করতো। বিজ্ঞানীরা মানুষের কাহিনী যা শুনায় তা শুনে তোমরা বুঝতে পার যে, এটা সম্পূর্ণ অনুমান, আন্দাজ ও যুক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এটা এমন একটা ধারণা যার পিছনে জ্ঞান নেই। আর অনুমান ও জ্ঞানের মাঝে আকাশ-পাতাল তফাৎ। অনুমান ভুল হতে পারে। যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ কোন সিদ্ধান্ত নিলে কোন কোন সময় উহা সম্পূর্ণ উল্টে যেতে পারে।

তোমরা শুনে থাকবে। প্রথমে মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী চারকোণ বিশিষ্ট এবং চেপ্টা। সূর্য এর চারদিকে ঘুরে। এ ধারণার ওপরে তারা আসমান সম্পর্কে, চন্দ্র, তারকারাজীর পরিবর্তন, দিবা-রাত্রির সময় বৃদ্ধি, শীত ও গ্রীষ্মে ঋতু পরিবর্তন সংক্রান্ত হাজার হাজার বিষয়ের ওপরে বিস্তারিত একটি পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার তৈরী করে ফেলেছিলেন। কিন্তু যখন তারা দূরবীণ বানাতে সক্ষম হলো এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য তথ্যাদির সাহায্যে বুঝতে পারলো যে—না, ঘটনা সম্পূর্ণ উল্টো। অর্থাৎ পৃথিবী গোল এবং সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। তখন সে সমস্ত জ্ঞান যা মানুষ আগে অনুমান ও যুক্তির ওপরে ভিত্তি করে সাজিয়েছিল—মূর্খতা ও ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে থাকলো।

www.amarboi.org

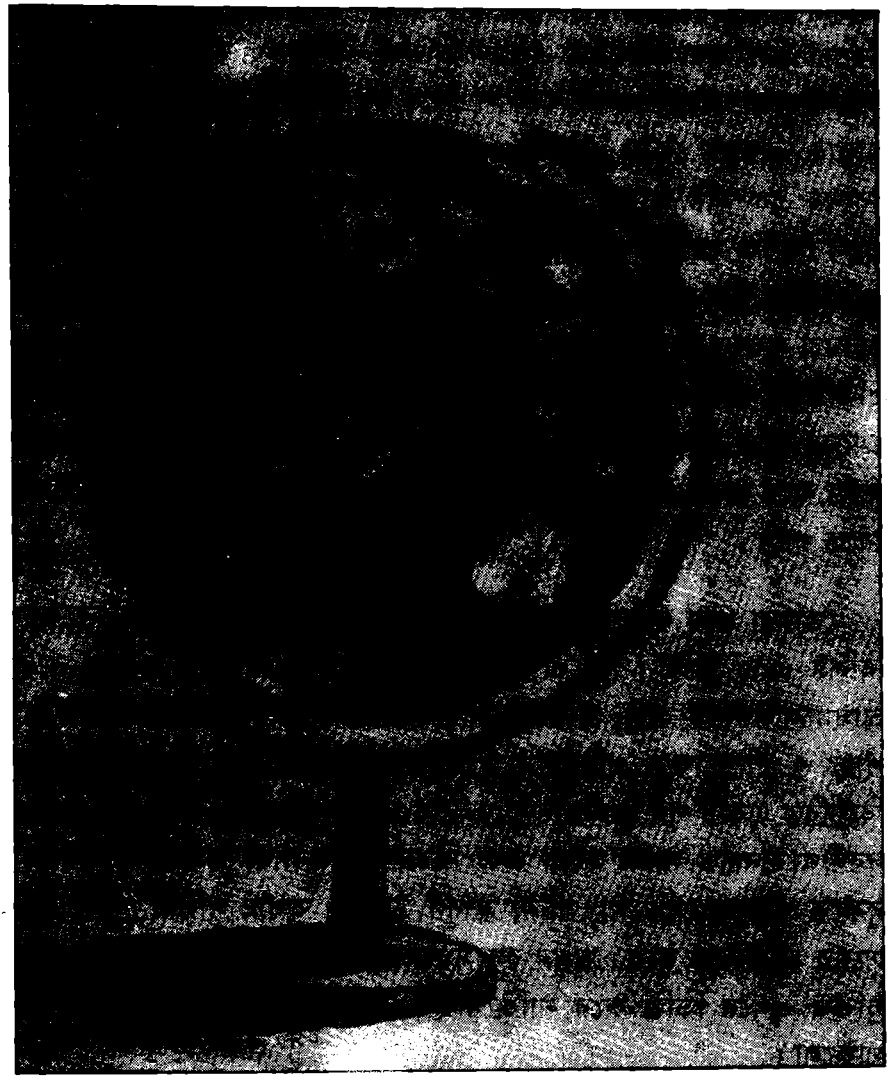

www.amarboi.org

প্রকৃত ব্যাপার হলো—অনুমান ও বুদ্ধি নির্ভর কথা এরূপই হয়ে থাকে। লেগে গেলো তো তীর, আর না হয়তো তুক্কা। আবার তার বিপক্ষে জ্ঞান অর্থাৎ জানার গুণ আলাদা। তুমি যে জিনিসটা দেখে শুনে বলবে তা ভুল হতে পারে না ; যদি না, দেখার মধ্যে ভুল হয়। কিন্তু যদি এমন কোন সত্তা কোন জিনিস জানায় যার জ্ঞানের কোন ভুলই হতে পারে না, তাহলে তোমরাই বল ! তার বলা থেকে আর কার বলা সত্য হতে পারে ? জ্ঞান—আবার সেই সত্তার জ্ঞান, যার ওপরে জ্ঞানবান এবং সঠিক জ্ঞানবান আর কেউ হতে পারে না। যার জ্ঞানের ভিতরে কোন স্বল্পতা বা ভুল হতেই পারে না—সে জ্ঞানের মোকাবিলায় আমাদের অনুমান ও বুদ্ধির কি মর্যাদা হতে পারে ?

কাজেই এরূপ বিষয়, যা জানবার সঠিক জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত্বের বাইরে, জানতে হলে শুধু একটি মাত্র উপায়ই আছে আর সেটা হচ্ছে এই ঃ গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের ওপরে জ্ঞানী আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রসূল মারফত আমাদের চাহিদা মোতাবেক যতটুকু দরকার ততটুকু জানিয়ে দিয়েছেন, তার ওপর বিশ্বাস করা এবং তার আলোকে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা।

আমাদের চিন্তা করতে হবে, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ এমনিতেই আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে অথবা তার কোন সৃষ্টিকর্তা আছে ? এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মানুষকে এ দুনিয়ায় সৃষ্টি করে এমনি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন অথবা তার চলার জন্য কোন ব্যবস্থাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ?

আল্লাহর দেয়া হেদায়াত পৃথিবীতে মওজুদ আছে অথবা নেই। যদি থেকে থাকে তো কোথায় আছে এবং সেটা কি ?

যখন এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যাবে তখন আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

www.amarboi.org

বারো

কাহিনী তো অনেক দীর্ঘ হলো কিন্তু একটা জরুরী কথা থেকেই গেল—ওটাও শুনে নাও ; তারপর কাহিনী শেষ।

দু' ধরনের কথাই তোমরা শুনলে। এখন তোমরা একটু চিন্তা কর, এ দু'টির কোন্‌টি আমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমরা বলবে এখানে আবার কল্যাণ অকল্যাণের কি আছে ? কথা ছিল শুনে নিলাম, ব্যাস ! খতম।

কিন্তু না, সেটা নয়। এ কাহিনীর সংগে আমাদের গভীর সম্পর্ক আছে। তোমরা ভেবে অবাক হবে যে, আমাদের সভ্যতা, আমাদের চলা-ফেরা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের চরিত্র সবই এ কাহিনীর ওপর নির্ভরশীল।

একটু চিন্তা কর। প্রথম কাহিনী যা আল্লাহ আমাদেরকে শুনালেন, তাতে আমরা পাই ঃ

এক ঃ তোমরা প্রথম থেকেই মানুষ হিসেবে সৃষ্ট হয়েছ, জানোয়ারের রক্ত তোমাদের মধ্যে মোটেই নেই।

দুই ঃ পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধি। দুনিয়ার সব জিনিসকে তোমাদের হুকুম পালনকারী এবং অনুগত বানানো হয়েছে।

তিন ঃ মানুষ হওয়ার কারণে তোমরা সমস্ত সৃষ্টি জগতের ওপরে মর্যাদাবান এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো গোলাম হতে পার না।

চার ঃ অবশ্য, তোমরা খারাপ কাজের জন্যে নিজেরা লাঞ্ছিত হও এবং নিজের মর্যাদা ভুলে গিয়ে খোদার গোলামী ছেড়ে দাও, কখনও নিজের প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে যাও, কখনও নিজের মতই আরেকজনকে খোদা বানিয়ে নিয়ে থাকো, কখনও সৃষ্টি জগতের কোন অক্ষম ও অচেতন বস্তুকে নিজের প্রভু মেনে নিয়ে থাকো। তোমাদের এ ধরনের আচরণে, মানবতা

www.amarboi.org

পদদলিত হয় —এবং তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পশু বরং তার চেয়েও বেশী খারাপ হয়ে যাও।

এখন দ্বিতীয় কাহিনী দেখ, এটা তোমাকে বলে ঃ

এক ঃ তোমাদের মূল পশুত্ব।

দুই ঃ তোমাদের চরিত্র, তোমাদের সভ্যতা এবং তোমাদের সব বিষয়ে যাকে মানবতা বলা হয় মূলত পরে অর্জিত হয়েছে, নতুবা তোমাদের মূল প্রকৃতিতে ঐ সমস্ত বিষয় বিদ্যমান যা পশুদের মধ্যে পাওয়া যায়।

মানুষ যখন জানতে পারলো যে, তারা পশুর বংশধর। তখন তাদের ভিতরে এমন কিছু কাজ অনিচ্ছাকৃতভাবে এসে গেল যা মানবতা থেকে নিশ্চিতভাবে বহু দূরে। তোমরা হয়তো শুনে থাকবে যে, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বেকুফ মনে করলো যে, আসলে পোশাক একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা, মানুষের স্বাভাবিক পোশাক হলো নগ্নতা। সুতরাং সেখানে উলংগদের ক্লাব ও শহর সৃষ্টি হলো।

এভাবে তারা ফায়সালা করলো যে, বিয়ে-শাদীটা পরবর্তী সময়ের কথা, মানুষকে সে ধরনের স্বাধীন হতে হবে যেমন পশুরা স্বাধীন। এ আন্দোলনের চর্চাও তাদের ভিতরে শুরু হলো যারা মানুষকে মূলত পশু মনে করতো।

তোমরা দেখলে, এ কাহিনীর সংগে আমাদের জীবনের কৃত গভীর সম্পর্ক। যদি আমরা প্রথম কাহিনীটিকে সত্য মনে করি, তাহলে আমাদের জীবন, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের চলাফেরা এক ধরনের হবে। আবার যদি আমরা দ্বিতীয় কাহিনীটিকে সত্য মনে করি, তবে তা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত।

সম্ভবত তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে, যেহেতু এ কাহিনী খুব

www.amarboi.org

গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী ছিল। সেহেতু আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানার জন্য কুরআন পাকে তা বর্ণনা করেছেন।

—কতই ভাল হতো ! কোন মন্নু বেচারাকে যদি এ পুরা কাহিনীটি শুনানো যেত !!

www.amarboi.org